হজ্জ ও ওমরাহ আদায়কারীর

গাইড বুক

তালাল বিন আহমদ আল-আকীল

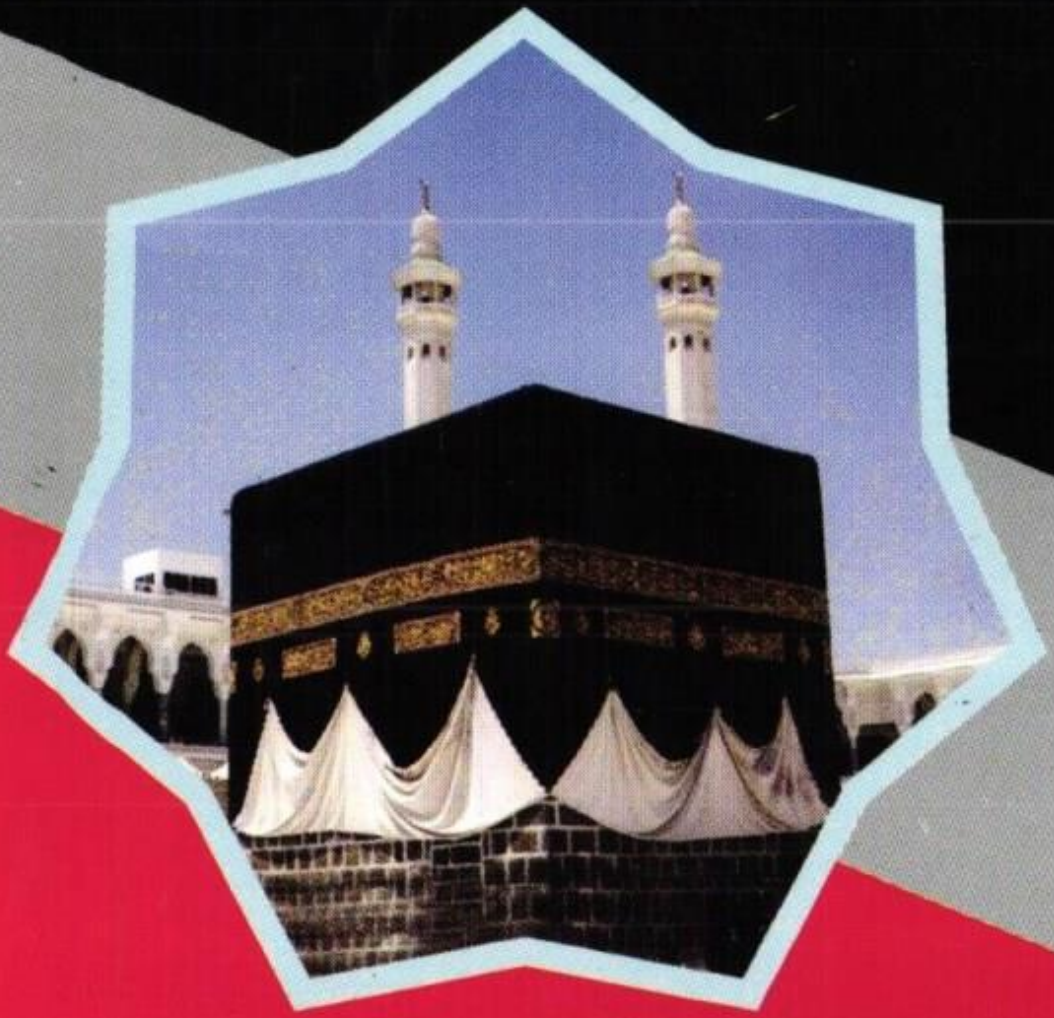

অনুবাদ

এ এন এম সিরাজুল ইসলাম

হজ্জ ও ওমরাহ আদায়কারীর গাইড বুক

دليل الحاج والمعتمر

সংকলন

তালাল বিন আহমদ আল-আকীল

উপদেষ্টা

ইসলামী, ওয়াক্‌ফ, দাওয়াহ ও এরশাদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়

সৌদি আরব

অনুবাদ

এ এন এম সিরাজুল ইসলাম

রেডিও জেদ্দা, সৌদি আরব

প্রকাশনায়

বিশ্ব প্রকাশনী

www.pathagar.com

হজ্জ ও ওমরাহ আদায়কারীর গাইড বুক

এ এন এম সিরাজুল ইসলাম

ISBN : 978-984-8808-14-6

গ্রন্থ স্বত্ব : লেখক

পরিবেশনায়
আহসান পাবলিকেশন
কাটাবন মসজিদ ক্যাম্পাস, ঢাকা-১০০০
ফোন-৯৬৭০৬৮৬

প্রকাশকাল
প্রথম প্রকাশ : অক্টোবর, ২০১০
যিলক্বা'দ, ১৪৩১
কার্তিক, ১৪১৭

প্রচ্ছদ : নাসির উদ্দিন

কম্পোজ ও মুদ্রণ
র‍্যাক্স কম্পিউটার

মূল্য ঃ পঞ্চাশ টাকা মাত্র

www.pathagar.com

অনুবাদকের কথা

হাজী সাহেবানের জন্য প্রয়োজন সহজ উপায়ে কোরআন ও হাদীসের মাপকাঠিতে প্রামাণ্য ও নির্ভরযোগ্য হজ্জ ও ওমরাহর গাইড বুক। এই বইয়ের প্রতিটি মাসয়ালা কোরআন ও বিশুদ্ধ হাদীস ভিত্তিক, তাই বইটির বিশ্বব্যাপী জনপ্রিয়তা রয়েছে। বইটি আরব বিশ্বের ঘরে ঘরে সমাদৃত এবং বিশ্বের উল্লেখযোগ্য প্রায় সকল ভাষায় তা অনূদিত হয়েছে। বাংলাভাষী হাজী সাহেবানের প্রয়োজনকে সামনে রেখে এর বাংলা অনুবাদ করা হলো। কোরআন-হাদীসের বিশুদ্ধ প্রমাণভিত্তিক হজ্জ ও ওমরাহর হুকুম মানলে সেগুলো কবুল হওয়ার সম্ভাবনা সর্বাধিক। আল্লাহ সকলকে কবুল হজ্জ ও ওমরাহর তাওফিক দিন। আমিন।

অনুবাদক–

তারিখ- ১৮/৭/২০১০

www.pathagar.com

সূচিপত্র

১. ভূমিকা ১১

২. কাবা শরীফ মুসলমানদের কেবলা ১৭

৩. ইসলামের রোকন বা স্তম্ভ ১৯

৪. সফরের আদব ২২

৫. এহরাম ২৬

৬. এহরামের মীকাত ৩১

৭. এহরামের নিষিদ্ধ বিষয়সমূহ ৩৬

৮. এহরামকারীর জন্য যা জায়েয ৩৯

৯. হজ্জের প্রকারভেদ ৪০

১০. ওমরাহর বর্ণনা ৪৭

১১. হজ্জের বর্ণনা ৫৯

www.pathagar.com

১২. ৮ই যিলহজ্জ্ব ৫৯
১৩. ৯ই যিলহজ্জ্ব ৬১
১৪. মোযদালেফা ৬৬
১৫. ১০ই যিলহজ্জ্ব ৭১
১৬. তাওয়াফে এফাদা ৭৫
১৭. আইয়ামে তাশরীক ৭৬
১৮. বিদায়ী তাওয়াফ ৭৯
১৯. হজ্জের রোকন ও ওয়াজিব ৮১
২০. নারীর মাসয়ালা ৮৩
২১. মসজিদে নবওয়ী যিয়ারতের নিয়ম ৯৬
২২. গুরুত্বপূর্ণ ফতোয়া ১০৩
২৩. নির্বাচিত দু'আ ১৩৫

www.pathagar.com

গ্রন্থপঞ্জি

১. কিতাবুত তাহকীক ওয়াল ঈদাহ- শেখ আবদুল আযীয বিন বায (র)

২. কিতাব ছিফাতুল হজ্জ্ব ওয়াল ওমরাহ- শেখ মোহাম্মদ বিন সালেহ বিন ওসাইমিন (র)

৩. কিতাব আহকাম তাখতাচ্ছু বিল মোমেনাত- ডঃ সালেহ বিন ফাওযান আল-ফাওযান

৪. হিসনুল মুসলিম- শেখ সাঈদ বিন ওহাফ আল কাহতানী

৫. সৌদি আরবের স্থায়ী ফতোয়া কমিটির ফতোয়া- গবেষণা সংক্রান্ত স্থায়ী কমিটি

www.pathagar.com

اَلْحَجُّ اَشْهُرٌ مَّعْلُوْمٰتٌ ج فَمَنْ فَرَضَ فِيْهِنَّ
الْحَجَّ فَلَارَفَثَ وَلَافُسُوْقَ لا وَلَاجِدَالَ فِى
الْحَجِّ ط وَمَا تَفْعَلُوْا مِنْ خَيْرٍ يَّعْلَمْهُ اللّٰهُ ط
وَتَزَوَّدُوْا فَاِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوٰى ز وَاتَّقُوْنِ
يٰٓاُولِي الْاَلْبَابِ (١٩٧) لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ
اَنْ تَبْتَغُوْا فَضْلًا مِّنْ رَّبِّكُمْ ط فَاِذَآ اَفَضْتُمْ
مِّنْ عَرَفٰتٍ فَاذْكُرُوا اللّٰهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ
الْحَرَامِ ص وَاذْكُرُوْهُ كَمَا هَدٰكُمْ ج وَاِنْ كُنْتُمْ
مِّنْ قَبْلِهٖ لَمِنَ الضَّآلِّيْنَ (١٩٨) ثُمَّ

www.pathagar.com

اَفِيْضُوْا مِنْ حَيْثُ اَفَاضَ النَّاسُ
وَاسْتَغْفِرُوا اللّٰهَ ط اِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ
(١٩٩) فَاِذَا قَضَيْتُمْ مَّنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا
اللّٰهَ كَذِكْرِكُمْ اٰبَآءَكُمْ اَوْ اَشَدَّ ذِكْرًا ط فَمِنَ
النَّاسِ مَنْ يَّقُوْلُ رَبَّنَآ اٰتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا
لَهٗ فِى الْاٰخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ (٢٠٠) وَمِنْهُمْ مَّنْ
يَّقُوْلُ رَبَّنَآ اٰتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَّفِي
الْاٰخِرَةِ حَسَنَةً وَّقِنَا عَذَابَ النَّارِ (٢٠١)
اُولٰٓئِكَ لَهُمْ نَصِيْبٌ مِّمَّا كَسَبُوْا ط وَاللّٰهُ
سَرِيْعُ الْحِسَابِ (٢٠٢)

www.pathagar.com

"হজ্জের কয়েকটি মাস জানা আছে। এসব মাসে যে লোক হজ্জের নিয়ত করবে, তার জন্য স্ত্রী গমন, গুনাহ ও অশোভন কাজ জায়েয নেই, জায়েয নেই হজ্জের সময় ঝগড়া-বিবাদ করা। আর তোমরা যা কিছু নেক কাজ করো আল্লাহ তা জানেন। তোমরা সম্বল সাথে নিয়ে যাও। নিঃসন্দেহে সর্বোত্তম সম্বল হচ্ছে আল্লাহর ভয়। হে বিবেক-বুদ্ধিমান লোকেরা, আমাকে ভয় করে আমার আদেশ-নিষেধ মেনে চলো। তোমাদের প্রতিপালকের অনুগ্রহ অন্বেষণে কোনো পাপ নেই। তারপর যখন আরাফাত থেকে ফিরে আসবে, তখন মোযদালেফার মাশ'আরে হারামের কাছে আল্লাহর যিক্‌র-ফিক্‌র করো। তোমাদেরকে যেভাবে হেদায়েত করা হয়েছে সেভাবে তাঁর যিক্‌র ও স্মরণ করো। যদিও তোমরা ইতোপূর্বে ছিলে অজ্ঞ ও বিভ্রান্ত। এরপর তাওয়াফের জন্য

www.pathagar.com

সেখান থেকে ফিরে আসো, যেখান থেকে অন্য সবাই ফিরে থাকে। আল্লাহর কাছে গুনাহ মাফ চাও। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ অত্যধিক ক্ষমাশীল ও দয়ালু। আর যখন হজ্জের যাবতীয় হুকুম ও করণীয় কাজ সমাপ্ত করবে, তখন স্মরণ করবে আল্লাহকে, যেমন করে তোমরা স্মরণ করো নিজ নিজ বাবা-দাদাকে, বরং তার চেয়েও বেশী স্মরণ করবে। অনেকে এও দু'আ করে থাকে যে, হে আমাদের পালনকর্তা, আমাদেরকে দুনিয়ায় দান করো। তার জন্য পরকালে কোনো অংশ নেই। তাদের মধ্যে আবার কেউ এরূপ দু'আ করে, হে পরোয়ারদেগার, আমাদেরকে দুনিয়া ও আখেরাতে কল্যাণ দান করো এবং দোযখের আগুন থেকে রক্ষা করো। এদেরই জন্যে অংশ রয়েছে নিজেদের উপার্জিত সম্পদে। আর আল্লাহ দ্রুত হিসাব গ্রহণকারী।" (সূরা আল বাকারা, ১৯৭-২০২)

www.pathagar.com

১. ভূমিকা

সকল প্রশংসা আল্লাহর যিনি তাঁর সক্ষম বান্দাদের উপর সম্মানিত ঘরের হজ্জ্ব ফরয করেছেন এবং কবুল হওয়া হজ্জ্বকে গুনাহ ও ত্রুটির ক্ষতিপূরণকারী বানিয়েছেন। সর্বোত্তম তাওয়াফ-সাঈকারী, সর্বাধিক সম্মানিত তালবিয়া পাঠ ও দু'আকারী বিশিষ্ট নবী হযরত মোহাম্মদ (সা)-এর উপর অসংখ্য দরূদ ও সালাম এবং তাঁর পরিবার-পরিজন, সাথী সাহাবায়ে কেরাম এবং অন্যান্য সত্যিকার অনুসারীদের উপরও।

সম্মানিত হাজী ভাই, আপনাকে এ পবিত্র শহরে স্বাগত ও শুভেচ্ছা জানাই। দু'আ করি, আল্লাহ যেন আপনাকে তাঁর সন্তোষ অর্জনে সহায়ক

www.pathagar.com

উপায়ে ও সহজভাবে হজ্জ ও ওমরাহ আদায়ের তাওফিক দেন এবং এটাকে তাঁর জন্য এখলাসপূর্ণ ও নবী করীম (সা)-এর সুন্নাতের অনুসারী করেন। তিনি আপনার থেকে তা কবুল করুন ও নেকীর পাল্লায় শুমার করুন।

আল্লাহর ঘরের আকাঙ্ক্ষী ভাই, যদি প্রত্যেক কাফেলার একজন নেতা ও প্রত্যেক সফরের একজন গাইড লাগে, তাহলে হজ্জ কাফেলার নেতা হলেন মোহাম্মদ (সা) এবং গাইড হলেন তাঁর অনুপম সুন্নাহ ও চরিত্র। তিনিই তো বলেছেন- خُذُوْا عَنِّىْ مَنَاسِكَكُمْ 'আমার কাছ থেকে হজ্জের মাসয়ালা গ্রহণ করো।'

তাই আল্লাহর ঘরের হজ্জ ও ওমরাহ আদায়ে ইচ্ছুক প্রতিটি ব্যক্তির উচিৎ, হজ্জ বিষয়ক

www.pathagar.com

নির্ভরযোগ্য বই-পুস্তক থেকে এ বিষয়ে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর চরিত্র ও নিয়মনীতি জানা এবং কোনো প্রশ্ন থাকলে আলেমদেরকে জিজ্ঞেস করা।

সম্মানিত হাজী ভাই, আপনার সামনে হজ্জ্ব-ওমরাহ সম্পর্কে নতুনভাবে বিন্যস্ত ও সুস্পষ্ট বইটি সহজভাবে এ সংক্রান্ত মাসয়ালাগুলো আলোচনা করেছে, যার ভাষা সাবলীল এবং বাচনভঙ্গী অত্যন্ত সুস্পষ্ট। আশা করি, আপনি এটাকে হজ্জ্ব ও ওমরাহর গাইড বানাবেন।

কোনো বিষয়ে আপনার প্রশ্ন থাকলে সৌদি আরবের ইসলামী মন্ত্রণালয় আপনার সেবার জন্য বিভিন্ন কেন্দ্র ও কেবিন প্রস্তুত রেখেছে। আপনি সেখানে প্রশ্নের উত্তরের জন্য আলেমদেরকে নিয়োজিত দেখতে পাবেন। আল্লাহ বলেন,

www.pathagar.com

فَاسْئَلُوْٓا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَاتَعْلَمُوْنَ.

'তোমরা না জানলে আলেম ও জ্ঞানীদেরকে জিজ্ঞাসা করো।' (সূরা নাহল : ৪৩)

পরিশেষে আমি এই বইয়ের লেখক তালাল বিন আহমদ আল্-আকীলের বিরাট কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। আল্লাহর কাছে দু'আ করি, তিনি যেন এ প্রচেষ্টাসহ এক্ষেত্রে তার অন্যান্য সকল প্রচেষ্টাকে নেক আমলের পাল্লায় শুমার করেন। আল্লাহ যেন হজ্জ ও ওমরাহ আদায়কারীদের মধ্যে জেদ্দার দ্বীনি পুস্তক বিতরণ কমিটির অন্য সাথীদেরসহ তাঁকেও এই মোবারক কাজের অসীম সওয়াব দান করেন।

হে আল্লাহর ঘরের মেহমান, উপদেশের আওতায় আমাকেসহ আপনাকে মহান মেজবান আল্লাহর

www.pathagar.com

সন্তোষ লাভকারী নেক আমলের মাধ্যমে এ মূল্যবান সময়ের সদ্ব্যবহার করার পরামর্শ দিচ্ছি। আপনি তাঁর মহান ঘরের সুরক্ষিত সীমানায় আগমন করেছেন। তাই তাঁর অসন্তোষ সৃষ্টিকারী সকল কাজ ত্যাগ করুন। আল্লাহ বলেন,

وَمَنْ يُّرِدْ فِيْهِ بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ نُّذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ اَلِيْمٍ.

"যে ব্যক্তি তথায় ইচ্ছাপূর্বক কোনো পাপ করবে, আমি তাকে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি আস্বাদন করাবো।" (সূরা হজ্জ্ব : ২৫)

আল্লাহর কাছে প্রার্থনা, তিনি আপনার হজ্জ্ব ও প্রচেষ্টা কবুল করুন এবং গুনাহ মাফ করুন। আল্লাহ সর্বজ্ঞ।

আল্লাহর প্রিয় বান্দা ও রাসূল এবং আমাদের

www.pathagar.com

অনুসরণীয় নেতা ও বন্ধু হযরত মোহাম্মদ (সা), তাঁর পরিবার-পরিজন, সাহাবী ও তাবেঈদের প্রতি দরূদ ও সালাম। তাঁদের উপর আল্লাহর বরকত নাযিল হোক। ওয়াস সালামু আলাইকুম ওয়া রহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।

শেখ সালেহ বিন আবদুল আযীয বিন মোহাম্মদ আল শেখ
ইসলামী, ওয়াক্‌ফ, দাওয়াহ ও এরশাদ বিষয়ক মন্ত্রী
সৌদি আরব

www.pathagar.com

২. কাবা শরীফ মুসলমানদের কেবলা

আল্লাহর প্রাচীন ঘর সম্মানিত কাবা। বিশ্বের যে কোনো জায়গায়ই থাকুক না কেন, দিন ও রাতে পাঁচবার মুসলমানদের কপাল ও মন এই ঘর অভিমুখী থাকে। হযরত ইবরাহীম (আ)-এর কাবা নির্মাণের পর থেকে আজ পর্যন্ত দূর দূরান্ত থেকে মুসলমানরা দলে দলে হজ্জ ও ওমরাহ এবং তাওয়াফের উদ্দেশ্যে এই প্রাচীন ঘরের দিকে ছুটে আসে। কাবা হচ্ছে মানুষের জন্য প্রথম ঘর যেখানে তারা আল্লাহর ইবাদত করবে, হেদায়াত ও জ্ঞানের ভিত্তিতে এবং বাতিল আক্বীদা-বিশ্বাস ও ভ্রান্ত মত থেকে মুক্ত থেকে নির্ভেজাল ও

www.pathagar.com

নিষ্কলুষ ঈমান-আক্বীদার আলোকে। এ মর্মে আল্লাহ বলেন,

إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُّضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِيْ بِبَكَّةَ مُبٰرَكًا وَّهُدًى لِّلْعٰلَمِيْنَ ج (٩٦) فِيْهِ اٰيٰتٌ بَيِّنٰتٌ مَّقَامُ اِبْرٰهِيْمَ ج وَمَنْ دَخَلَهٗ كَانَ اٰمِنًا ط وَلِلّٰهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ اِلَيْهِ سَبِيْلاً ط وَمَنْ كَفَرَ فَاِنَّ اللّٰهَ غَنِىٌّ عَنِ الْعٰلَمِيْنَ (٩٧)

"নিঃসন্দেহে সর্বপ্রথম মানুষের ইবাদতের জন্য যে ঘর তৈরী হয়েছে, তা মক্কায় অবস্থিত এবং তা সারা জাহানের মানুষের জন্য হেদায়াত ও

www.pathagar.com

বরকতময়। এখানে রয়েছে 'মাকামে ইবরাহিমের' মতো সুস্পষ্ট নিদর্শন। যে লোক এর ভেতরে প্রবেশ করে, সে নিরাপত্তা লাভ করে। এখানে পৌঁছতে সামর্থ্যবান লোকদের উপর আল্লাহর পক্ষ থেকে হজ্জ্ব ফরয করা হয়েছে। যারা কুফরী করে, তাদের জানা দরকার যে, আল্লাহ সারা বিশ্ব থেকে অমুখাপেক্ষী।" (সূরা আলে-ইমরান, ৯৬-৯৭)

৩. ইসলামের রোকন বা স্তম্ভ

রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন, ইসলামের ভিত্তি পাঁচটি স্তম্ভের উপর। স্তম্ভগুলো হলো–

ক. এ কথার সাক্ষ্য দেয়া যে, আল্লাহ ছাড়া কোনো সত্য মা'বুদ নেই এবং মোহাম্মদ (সা) তাঁর রাসূল।

www.pathagar.com

খ. নামায কায়েম করা।

গ. যাকাত আদায় করা।

ঘ. রমাযানের রোযা রাখা।

ঙ) আল্লাহর ঘরের হজ্জ্ব করা।

এ থেকে আমরা বুঝতে পারলাম, হজ্জ্ব ইসলামের একটি রোকন বা খুঁটি। আল্লাহর ঘরে আসতে সক্ষম ব্যক্তির হজ্জ্ব করা ছাড়া ইসলামের দাবী পূর্ণ হয় না। হজ্জ্ব আল্লাহর অন্যতম নিয়ামত, যা জীবনে একবার ফরয।

আল্লাহ যখন হজ্জ্ব ফরয করলেন তখন এক ব্যক্তি প্রশ্ন করলো, হে আল্লাহর রাসূল, প্রত্যেক বছরেই কি হজ্জ্ব ফরয?

জবাবে তিনি বলেন, হজ্জ্ব একবার মাত্র ফরয।

www.pathagar.com

কেউ যদি অতিরিক্ত করে, তাহলে সেটা হবে নফল। (বিশুদ্ধ হাদীস)

হজ্জ্ব কেবল আল্লাহর সন্তোষ লাভের উদ্দেশ্যেই করতে হবে। এতে লোক দেখানো কিংবা সুনামের নিয়ত থাকতে পারবে না। আল্লাহ হাদীসে কুদসীতে বলেন, "আমি সকল অংশীদারদের শিরক বা অংশীদারিত্ব থেকে মুক্ত। কেউ যদি কোনো আমলে আমার সাথে অন্য কাউকে শরীক করে, আমি তাকে ও তার শিরককে ত্যাগ করি।"

হজ্জ্ব ঠিক সেভাবে করা উচিৎ যেভাবে নবী (সা) থেকে বর্ণিত আছে। তাই আমরা হজ্জ্ব আদায়ে ইচ্ছুক ভাইদেরকে পরামর্শ দিচ্ছি, নবী করীম (সা)-এর হজ্জ্বের পদ্ধতি জানার আগে হজ্জ্বের

www.pathagar.com

উদ্দেশ্যে রওয়ানা হবেন না, যেন আপনি তাকে অনুসরণ ও তাঁর নিম্নোক্ত আদেশ পালন করতে পারেন :

خُذُوْا عَنِّىْ مَنَاسِكَكُمْ.

"তোমরা আমার কাছ থেকে হজ্জের হুকুম-আহকাম গ্রহণ করো।"

৪. সফরের আদব

১. হজ্জ ও ওমরাহ আদায়কারীর হজ্জ ও ওমরাহর মাধ্যমে কেবল আল্লাহর সন্তোষ ও নৈকট্য লাভের নিয়ত করতে হবে। ভগ্ন দুনিয়াদারীর লক্ষ্য, গর্ব, খেতাব অর্জন, লোক দেখানো ও সুনাম কুড়ানোর বিরুদ্ধে হুঁশিয়ার থাকতে হবে।

www.pathagar.com

২. মুসাফিরের জন্য মোস্তাহাব হলো, লিখিত ওসিয়ত করা, ঋণ থাকলে তাও লিখে যাওয়া, আমানতকারীর আমানত ফেরৎ দেয়া কিংবা অনুমতি সাপেক্ষে তা নিজের কাছে রাখা। কেননা, হায়াত-মউত সবই আল্লাহর হাতে।

৩. অতীত গুনাহর জন্য তাওবাহ করা ও লজ্জিত হওয়া এবং তার পুনরাবৃত্তি না করার দৃঢ় সংকল্প পোষণ করা।

৪. কারো মাল-সম্পদ ও ইজ্জত-সম্মানের উপর যুলুম করে থাকলে তা ফেরৎ দেয়া কিংবা তার কাছে ক্ষমা চাওয়া।

৫. হজ্জ ও ওমরাহর জন্য হালাল অর্থ খরচ করা। আল্লাহ পাক-পবিত্র, তিনি পবিত্র জিনিসই গ্রহণ করেন।

www.pathagar.com

৬. সকল ধরনের গুনাহ থেকে দূরে থাকা এবং নিজ মুখ ও হাত দ্বারা কাউকে কষ্ট না দেয়া। ভীড় সৃষ্টি করে কোনো হাজী ও ওমরাহকারীকে কষ্ট না দেয়া। চোগলখুরী ও গীবত না করা, নিজ সাথী বা অন্যদের সাথে উত্তম পন্থা ব্যতিরেকে ঝগড়া-বিবাদ না করা, মিথ্যা না বলা এবং আল্লাহর উপর না জেনে কোনো কথা না বলা।

৭. হজ্জ ও ওমরাহর মাসয়ালা-মাসায়েল ভালো করে জানা।

৮. জামায়াতে নামাযসহ সকল ফরয-ওয়াজিব ঠিক মতো আদায় করা এবং বেশী বেশী নেক কাজ করা।

যেমন: কোরআন তেলাওয়াত, যিক্‌র, দু'আ এবং

www.pathagar.com

নেক কথা ও কাজ করা। মানুষের উপকার করা, অভাবী মানুষকে সাহায্য করা, মুসলমানদের সাথে সদয় আচরণ করা, গরীবদেরকে দান-সদাকা করা, সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজের প্রতিরোধ করা।

৯. নেক সাথী নির্বাচন করা উত্তম।

১০. সফরকারীর সৎ চরিত্রবান হওয়া ও লোকদের সাথে সেরূপ আচরণ করা। এর মধ্যে আছে ধৈর্য, ক্ষমা, বিনয়, নম্রতা, হুকুম-আহকাম পালনে দ্রুততা পরিহার, দানশীলতা, ন্যায় বিচার, দয়া, আমানতদারী, পরহেযগারী, মহানুভবতা, ওয়াদা পূরণ, লজ্জাশীলতা, সত্যতা, নেকী ও পরোপকারে শামিল থাকা।

১১. নিজ পরিবারকে আল্লাহভীতির উপদেশ দেয়া

www.pathagar.com

মোস্তাহাব। এটা আগের ও পরের সকলের জন্য আল্লাহর উপদেশও বটে।

১২. নবী (সা) থেকে বর্ণিত দু'আ ও যিক্‌র করা মোস্তাহাব। এর মধ্যে সফর ও যানবাহনের দু'আ রয়েছে। (এই বইয়ের শেষাংশে সে দু'আগুলো উল্লেখ করা হয়েছে।)

হজ্জ ও ওমরাহর সর্বপ্রথম কাজ

৫. এহরাম

নিয়ত করা। সারা বছর ওমরাহ করা যায়। হজ্জ্ব কেবল হজ্জ্বের মাসেই করা যায়। হজ্জ্বের মাস তিনটি:

শাওয়াল, যুলক্ব'দ এবং যিলহজ্জ্ব মাসের প্রথম ১০ দিন।

www.pathagar.com

মীকাত থেকে এহরামের মাধ্যমে হজ্জ ও ওমরাহের রোকন বা মৌলিক হুকুম পালনের কাজ শুরু হয়ে যায়।

ওমরাহ আদায়কারী বলবেন : 'লাব্বাইকা ওমরাহ'

তামাত্তু হজ্জ আদায়কারী বলবেন : 'লাব্বাইকা ওমরাহ মোতাআত্তেআন বিহা ইলাল হাজ্জ'

হজ্জ ও ওমরাহর উদ্দেশ্যস্থল ও অন্যান্য পথে আগমনকারীদের পক্ষে সম্ভব হলে গোসল করা ও শরীরে সুগন্ধি লাগানো মোস্তাহাব। গোসল না করলেও ক্ষতি নেই। পরে এহরামের উদ্দেশ্যে সাদা ইজার ও চাদর পরবেন। মহিলাদের এহরামের সুন্নাত কোনো পোশাক নেই। শরীর আবৃতকারী যে কোনো রঙের পোশাক হলেই

www.pathagar.com

চলবে। তবে তা যেন রূপ-সৌন্দর্য প্রদর্শনকারী না হয়।

কেরান হজ্জকারীরা বলবেন : 'লাব্বাইকা ওমরাহ ওয়া হাজ্জান'

এফরাদকারী বলবেন : 'লাব্বাইকা হাজ্জান'

তিনি ওমরাহ বা হজ্জের এহরামের সময় হজ্জের সাথে ওমরাহের নিয়ত করবেন। তালবিয়া (লাব্বাইকা) পাঠ করার মাধ্যমে তিনি হজ্জ বা ওমরায় প্রবেশ করবেন। আজকাল নৌ ও আকাশ পথে বিমান ও জাহাজ চালকেরা মীকাত নিকটবর্তী হওয়ার ঘোষণা চালু করেছেন। ঘোষণা শুনলে এহরাম বাঁধার প্রস্তুতি নেবেন। মীকাতের বরাবর পৌঁছলে হজ্জ ও ওমরাহর সশব্দ নিয়ত করবেন এবং অধিকহারে তালবিয়া পাঠ করবেন।

www.pathagar.com

তবে হজ্জ ও ওমরাহ আদায়কারীর নিজ দেশের বাড়ি থেকে এহরামের পোশাক পরে বের হতে অসুবিধা নেই। জাহাজ কিংবা বিমান মীকাত বরাবর পৌঁছার খবর জানার সাথে সাথে হজ্জ ও ওমরাহর হুকুমের প্রবেশের ঘোষণা হিসেবে পুরুষ উচ্চস্বরে এবং নারী নিম্নস্বরে তালবিয়া পাঠ করবেন।

এহরামের আগে করণীয়

১. নখ কাটা, গোঁফ ছাটা, বগল ও নাভীর নীচের চুল পরিষ্কার করা।

২. সারা শরীর ধোয়া। তবে গোসল না করলেও ক্ষতি নেই। নারী-পুরুষ এমনকি ঋতুবতী ও প্রসূতির জন্যও গোসল করা সুন্নাত।

www.pathagar.com

৩. পুরুষ সেলাইযুক্ত পোশাক খুলে এহরামের পোশাক পরবে।

৪. নারী নেকাব ও হাতমোজা খুলে ওড়না পরে পর পুরুষ থেকে নিজ মাথা ও চেহারা ঢেকে রাখবে। ওড়না মুখ স্পর্শ করলে দোষ নেই।

৫. গোসলের পর সম্ভব হলে পুরুষ কেবল সুগন্ধি মাখবে, এহরামের কাপড়ে নয়। নারী অপ্রকাশক সুগন্ধি মাখবে।

৬. উপরে উল্লেখিত কাজগুলো শেষে নিয়ম মাফিক হজ্জের কাজ শুরুর নিয়ত করবে। নিয়তের মাধ্যমে এহরাম শুরু হয়ে যাবে, যদিও মুখে উচ্চারণ না করে। ফরয নামাযের পর এহরামের নিয়ত করা উত্তম। ফরয নামাযের সময় না হলে তাহিয়্যাতুল অজুর দু'রাকাত সুন্নাত নামায পড়লেও চলবে।

www.pathagar.com

কারো জন্য ওমরাহ বা বদলী হজ্জ্ব করলে বলবে : 'লাব্বাইকা আন ফোলান'। অর্থাৎ অমুকের পক্ষ থেকে তালবিয়া পড়ছি।

তালবিয়ার বর্ণনা : 'লাব্বাইকা আল্লাহুম্মা লাব্বাইক, লাব্বাইকা লা শারীকা লাকা লাব্বাইক, ইন্নাল হামদা ওয়ান নে'মাতা লাকা ওয়াল মুল্‌ক, লা শারীকা লাক।'

তালবিয়ার সময় : ওমরায় এহরাম বাঁধার পর তাওয়াফ পর্যন্ত। আর হজ্জে এহরাম বাঁধার পর থেকে ঈদের দিন সকালে জামরাহ আ'কাবায় কংকর নিক্ষেপ পর্যন্ত।

৬. এহরামের মীকাত

এহরামের মীকাত পাঁচটি :

www.pathagar.com

নবী করীম (সা) এহরামের জন্য পাঁচটি মীকাত নির্ধারণ করেছেন। যে কেউ ওমরাহ বা হজ্জের ইচ্ছে করলে এর যেকোনো একটি থেকে এহরাম বাঁধা ওয়াজিব।

মীকাতগুলো হচ্ছে

জুলহোলাইফা এটা মদীনাবাসী ও এপথে আগমনকারীদের মীকাত। মক্কা থেকে তা ৪৫০ কিলোমিটার দূরে অবস্থিত।

জোহফা এটা হলো সিরিয়া, মরক্কো ও মিশরবাসীসহ এপথে আগমনকারীদের মীকাত। এটা রাবেগ শহরের কাছে অবস্থিত। লোকেরা আজকাল রাবেগ থেকেই এহরাম বাঁধে। মক্কা থেকে এর দূরত্ব হলো ১৮৩ কিলোমিটার।

www.pathagar.com

কারনুল মানাযেল এটা নজদবাসী ও এপথে আগমনকারীদের মীকাত।

ইয়ালামলাম এটা ইয়েমেনবাসী ও এপথে আগমনকারীদের মীকাত। লোকেরা বর্তমানে সা'দিয়া থেকে এহরাম বাঁধে। মক্কা থেকে এর দূরত্ব ৯২ কিলোমিটার। (এটি বাংলাদেশীদের মীকাত। অনুবাদক)

জাতু এরক এটা ইরাকবাসী ও এপথে আগমনকারীদের মীকাত। মক্কা থেকে এর দূরত্ব ৯৪ কিলোমিটার। ওমরাহ ও হজ্জ্ব আদায়কারীদের এসকল মীকাত থেকে এহরাম বাঁধা ওয়াজিব। কেউ ইচ্ছাকৃতভাবে এহরাম না বেঁধে মীকাত অতিক্রম করলে তাকে আবার সেখানে ফিরে গিয়ে এহরাম বাঁধতে হবে নতুবা তাকে দম দিতে হবে। একটি বকরী যবেহ করে

www.pathagar.com

মক্কায় ফকীর-গরীবদের মধ্যে গোশত বিলি করতে হবে।

রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন,

هُنَّ لَهُنَّ وَلِمَنْ أَتَى عَلَيْهِنَّ مِنْ غَيْرِ أَهْلِهِنَّ مِمَّنْ أَرَادَ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ

"এগুলো ওই সকল এলাকার বাসিন্দা এবং সে পথে আগমনকারী অন্যান্য লোকদের জন্য যারা হজ্জ কিংবা ওমরাহ আদায়ের এরাদা (ইচ্ছা) পোষণ করে।" (বোখারী, মুসলিম)

মক্কাবাসী ও মক্কায় অবস্থানকারী অন্যান্য লোকেরা মক্কা থেকেই হজ্জের এহরাম বাঁধবে। তবে ওমরাহর এহরাম বাঁধবে হারাম এলাকার বাহির থেকে। যেমন, তানয়ী'ম। মীকাতের ভেতরের

www.pathagar.com

অধিবাসীরা নিজেদের ঘর থেকে কিংবা যেখান থেকে হজ্জ ও ওমরাহর নিয়ত করতে পারে সেখান থেকে এহরাম বাঁধবে। যেমন :

জেদ্দা	বাহরাহ
মাসতুরা	উম্মুস সালাম
বদর	শারায়ে

জুলহোলায়ফা ৪৫০ কিলোমিটার	জোহফা ১৮৩ কিলোমিটার
জাতু এরক ৯৪ কিলোমিটার	কারনুল মানাযেল ৭৫ কিলোমিটার
ইয়ালামলাম ৯২ কিলোমিটার	

www.pathagar.com

৭. এহরামের নিষিদ্ধ বিষয়সমূহ

মীকাত থেকে এহরাম বাঁধার পর হাজী ও ওমরাহকারীর জন্য হারাম কাজগুলো হচ্ছে–

* চুল ও নখ কাটা। অনিচ্ছাকৃতভাবে চুল পড়লে কিংবা ভুলে চুল ও নখ কাটলে অথবা অজ্ঞতাবশত করলে কোনো কিছু করতে হবে না।

* এহরামকারীর শরীর ও কাপড়ে সুগন্ধি মাখানো যাবে না। তবে এহরাম বাঁধার আগে শরীরে মাখানো অবশিষ্ট সুগন্ধির ঘ্রাণ ক্ষতিকর নয়। কিন্তু এহরামের কাপড়ে লাগিয়ে থাকলে তা ধুয়ে ফেলতে হবে।

* এহরামের কাপড় বা অন্য কিছু দ্বারা মাথা ঢাকা যাবে না। যেমন: টুপি, গোতরা, চাদর, রুমাল ও পাগড়ী। এহরামকারী ভুলে কিংবা

www.pathagar.com

অজ্ঞতাবশত মাথা ঢাকলে স্মরণ হওয়া মাত্র তা সরিয়ে ফেলতে হবে। এজন্য তার আর কোনো করণীয় নেই।

* সমস্ত শরীরে কিংবা অংশ বিশেষের উপর সেলাইযুক্ত পোশাক পরা যাবে না। যেমন: জামা, পায়জামা, বুরনুস ও মোজা। ইজার না পেলে, পায়জামা এবং সেন্ডেল না পেলে মোজা পরা জায়েয। এতে কোনো অসুবিধা নেই।

* মোহরেম ব্যক্তি বিয়ে করার প্রস্তাব দিতে কিংবা বিয়ে করতে পারবে না। নিজের জন্যও না, পরের জন্যও না। স্ত্রীর সাথে যৌন মিলন কিংবা যৌন কামনাসহ মেলা-মেশা করতে পারবে না। এ মর্মে ওসমান (রা) থেকে বর্ণিত হাদীসে এসেছে :

www.pathagar.com

لَا يَنْكِحُ الْمُحْرِمُ وَلَا يُنْكِحُ وَلَا يَخْطُبُ.

"মোহরেমের বিয়ে করা, বিয়ে দেয়া ও বিয়ের প্রস্তাব দেয়া না-জায়েয।" (মুসলিম)

* এহরামের সময় নারীর দু'হাতে হাত মোজা পরা জায়েয নেই এবং নেকাব ও বোরকা দ্বারা চেহারা ঢাকা যাবে না। পর পুরুষের সামনে ওড়না দ্বারা নিজ চেহারা ঢাকা ওয়াজিব, যেমনটি এহরামের আগেও প্রযোজ্য ছিলো।

* এহরাম বা এহরামবিহীন অবস্থায় মক্কা শহরে পড়ে থাকা নগদ টাকা-পয়সা ও সোনা-রূপা কুড়ানো যাবে না। তবে প্রচারের জন্য হলে কুড়াতে পারবে।

* এহরাম বা এহরামবিহীন অবস্থায় হারাম

www.pathagar.com

সীমানার ভেতরে নারী-পুরুষের স্থলজ শিকারকে হত্যা করা, তাড়ানো ও শিকারীকে সাহায্য করা হারাম। এহরাম অবস্থায় হারাম সীমান্তের ভেতরে ও বাইরেও তা হারাম।

* এহরাম বা এহরামবিহীন অবস্থায় হারাম সীমানার ভেতরের গাছ ও ঘাস কাটা হারাম, যা মানুষের চেষ্টা ছাড়া জন্মে থাকে।

৮. এহরামকারীর জন্য যা জায়েয

* আংটি পরা
* সেন্ডেল পরা
* ছাতা ব্যবহার করা
* আঘাত পেলে ব্যান্ডেজ করা
* ঘড়ি ব্যবহার করা

www.pathagar.com

* হেড ফোন ব্যবহার করা

* চশমা ব্যবহার করা

* কোমরে বেল্ট পরা

* মাথা ও শরীর ধোয়া

এহরামকারী মাথায় সামান ও বিছানা বহন করতে পারবে। এছাড়াও এহরামের কাপড় পরিবর্তন ও পরিষ্কার করতে পারবে। এহরামকারী ভুলে কিংবা অজ্ঞতাবশত মাথা ঢাকলে স্মরণ হওয়া মাত্র কিংবা মাসয়ালা জানা মাত্র মাথার কাপড় সরিয়ে ফেলবে। এজন্য তাকে আর কোনো কিছু করতে হবে না।

৯. হজ্জের প্রকারভেদ

হজ্জ তিন প্রকার। যিনি হজ্জ করার ইচ্ছে করেন

www.pathagar.com

তিনি তিন ধরনের যেকোনো এক ধরনের হজ্জ্ব করার সিদ্ধান্ত নেবেন।

১.
তামাত্তু
ওমরাহ
হজ্জ্ব
কোরবানী

যিনি সাথে কোরবানীর পশু আনেননি তার জন্য সর্বোত্তম হজ্জ্ব হলো তামাত্তু। নবী (সা) সাহাবায়ে কেরামকে এই প্রকারের হজ্জ্বের আদেশ দিয়েছেন।

হজ্জ্বের মাস তথা শাওয়াল, যুলক্ব'দা, ও যিলহজ্জ্বের প্রথম ১০ দিনের মধ্যে ওমরাহর এহরামের নিয়ত করে এভাবে তালবিয়া

www.pathagar.com

(লাব্বাইকা.....) পড়বে যে, আমি তামাত্তু হজ্জের নিয়তে ওমরাহর এহরাম করছি। তওয়াফ, সাঈ এবং মাথার চুল কাটার মাধ্যমে হালাল হয়ে যাবে। এরপরে এহরামের সময় নিষিদ্ধ সকল কাজ হালাল হয়ে যাবে।

৮ই যিলহজ্জ্ব নিজ বাসস্থান থেকে হজ্জের এহরাম করে পবিত্র স্থানসমূহের (মিনা, মোযদালেফা, আরাফার) উদ্দেশ্যে বের হবে। হজ্জ্ব শেষ করে একটি বকরী কিংবা গরু বা উটের সাত ভাগের এক ভাগ কোরবানী করবে। কোরবানী দিতে অসমর্থ হলে হজ্জের মধ্যে তিনটি ও হজ্জ্ব শেষে নিজ পরিবারে ফিরে গিয়ে আরো সাতটি, সব মিলিয়ে ১০টি রোযা রাখবে।

www.pathagar.com

২.

কেরান
ওমরাহ
হজ্জ
কোরবানী

একই সাথে ওমরাহ ও হজ্জের এহরাম বাঁধবে এবং তালবিয়ায় বলবে, 'লাব্বাইকা ওমরাহ ওয়া হাজ্জান'। মক্কা পৌঁছে তাওয়াফে কুদুম করবে। হজ্জ ও ওমরাহর জন্য একটি মাত্র সাঈ করবেন। এহরাম অবস্থায় থাকবে, হালাল হওয়া যাবে না। ৮ই যিলহজ্জে পবিত্র স্থানসমূহের (মিনা, মোযদালেফা, আরাফার) উদ্দেশ্যে রওয়ানা করবে এবং ওমরাহ ও হজ্জের অবশিষ্ট হুকুমগুলো পালন করবে। আর সাঈ করা লাগবে না। কেননা তাওয়াফে কুদুমের পর সাঈ করা হয়েছে। একটি

www.pathagar.com

বকরী কিংবা গরু বা উটের সাত ভাগের এক ভাগ কোরবানী দেবে। না পারলে হজ্জের মধ্যে তিনটি এবং নিজ পরিবারে ফিরে গিয়ে আরো সাতটি রোযা রাখবে।

৩.

এফরাদ
শুধু হজ্জ
কোরবানী নেই

শুধু হজ্জের নিয়তে এহরাম বাঁধা। মীকাতে পৌছে এভাবে তালবিয়া পড়বে 'লাব্বাইকা হাজ্জান'। মক্কায় পৌছে তাওয়াফে কুদুম করবে এবং হজ্জের সাঈ করবে। এহরাম অব্যাহত থাকবে, যে পর্যন্ত না হজ্জের অন্যান্য হুকুমগুলো সম্পন্ন হয়। এফরাদ হজ্জে কোরবানী নেই। কেননা, তিনি এক সাথে ওমরাহ ও হজ্জ করেননি।

www.pathagar.com

উপকারিতা

সবাইকে মীকাত থেকে এহরাম বাঁধতে হবে।

এফরাদ	কেরান	তামাত্তু
শুধু হজ্জ্ব, তাওয়াফে কুদুম, হজ্জ্বের সাঈ, কোরবানীর দিন পর্যন্ত এহরাম অব্যাহত থাকবে এবং এহরামের নিষিদ্ধ কাজ থেকে বিরত থাকবে।	হজ্জ্ব ও ওমরাহ, তাওয়াফে কুদুম, হজ্জ্ব ও ওমরাহর সাঈ, কোরবানীর দিন পর্যন্ত এহরাম অব্যাহত থাকবে এবং এহরামের নিষিদ্ধ কাজ থেকে বিরত থাকবে।	হজ্জ্বের আগে ওমরাহ শেষ করবে, ওমরাহর তাওয়াফ, ওমরাহর সাঈ, মাথার চুল মুণ্ডন বা ছাঁটা, এহরাম থেকে হালাল হয়ে যাবে। স্ত্রীসহ এহরামের সকল নিষিদ্ধ কাজ হালাল হয়ে যাবে। ৮ই যিলহজ্জ্ব তারওইয়া দিবসে হজ্জ্বের এহরাম বাঁধা।

www.pathagar.com

* এফরাদ ও কেরান হজ্জকারীর জন্য তাওয়াফে কুদুম সুন্নাত। তা লঙ্ঘন করলে কোনো অসুবিধা নেই।

* তাওয়াফে কুদুম শেষে সরাসরি মিনায় চলে যাবে এবং তাওয়াফে এফাদার সময় হজ্জের সাঈ করবে।

* ভালো-মন্দ বিবেচনা করতে অক্ষম শিশুর পক্ষ থেকে অভিভাবক এহরামের নিয়ত করবেন। তাকে সেলাইবিহীন কাপড় পরাবেন ও তালবিয়া পাঠ করাবেন। এর মাধ্যমে শিশুর এহরাম বাঁধা হয়ে যাবে। তাকেও বয়স্ক লোকের মতো এহরামের নিষিদ্ধ কাজগুলো থেকে বিরত রাখতে হবে।

* ভালো-মন্দ বিবেচনা করতে অক্ষম মেয়েদের

www.pathagar.com

পক্ষে তাদের অভিভাবকগণ এহ্‌রামের নিয়ত করবেন, তালবিয়া পাঠ করাবেন। তার উপরও বয়স্কা এহরামকারিণীর নিষিদ্ধ সকল হুকুম প্রযোজ্য হবে।

* তাওয়াফের সময় শরীর ও কাপড় পাক হতে হবে। কেননা তাওয়াফ নামাযের মতো। আর নামাযের জন্য পবিত্রতা শর্ত।

* ছেলে ও মেয়ে শিশু ভালো-মন্দ বিবেচনা করতে সক্ষম হলে অভিভাবকের অনুমতি নিয়ে এহরাম বাঁধবে। তাদের জন্য বড়দের মতোই গোসল ও সুগন্ধির হুকুম প্রযোজ্য।

১০. ওমরাহর বর্ণনা

রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন,

www.pathagar.com

اَلْعُمْرَةُ إِلَى الْعُمْرَةِ كَفَّارَةٌ لِّمَا بَيْنَهُمَا وَالْحَجُّ الْمَبْرُوْرُ لَيْسَ لَهُ جَزَاءٌ إِلاَّ الْجَنَّةَ.

'এক ওমরাহ আর এক ওমরাহর মধ্যবর্তী সময়ের গুনাহর কাফ্ফারা। কবুল হজ্জের বিনিময় জান্নাত ছাড়া আর কিছু নয়।'

ওমরাহর তাওয়াফ

ওমরাহর নিয়তকারী মক্কায় পৌছলে সাথে সাথে গোসল করবে। তারপরে মসজিদে হারামে অবস্থিত আল্লাহর প্রাচীন ঘর কাবার তাওয়াফের উদ্দেশ্যে যাবে। তবে গোসল না করলেও অসুবিধা নেই। মসজিদে হারামে প্রথমে ডান পা রেখে এই দু'আ পড়বে–

www.pathagar.com

أَعُوْذُ بِاللّٰهِ الْعَظِيْمِ وَوَجْهِهِ الْكَرِيْمِ وَسُلْطَانِهِ الْقَدِيْمِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ اللّٰهُمَّ افْتَحْ لِيْ اَبْوَابَ رَحْمَتِكَ.

'মহান আল্লাহ, তাঁর মহান চেহারা ও প্রাচীন কর্তৃত্বের কাছে অভিশপ্ত শয়তান থেকে পানাহ চাই। হে আল্লাহ, আমার জন্য আপনার রহমতের দরজা খুলে দিন।'

সকল মসজিদে প্রবেশের সময় এই দু'আ পড়া সুন্নাত।

ওমরাহকারী তাওয়াফের উদ্দেশ্যে কাবার দিকে অগ্রসর হবেন। ওমরাহর তাওয়াফসহ তাওয়াফে কুদুমেই কেবল এদতেবা' করা সুন্নাত। এর

www.pathagar.com

পদ্ধতি হলো, ডান বগলের নীচে এহরামের চাদর রেখে ডান কাঁধ খোলা রাখা।

এরপর কাবার চারদিকে সাত চক্কর তাওয়াফ করতে হবে। হাজারে আসওয়াদ থেকে তাওয়াফ শুরু করতে হবে। সম্ভব হলে হাজারে আসওয়াদে চুমু খাবে এবং ভীড়-ঠেলাঠেলি, ধাক্কাধাক্কি কিংবা গালি-গালাজ করে কাউকে কষ্ট দেয়া যাবে না। কেননা তা হচ্ছে ত্রুটি। এর মাধ্যমে অন্য মুসলমানকে কষ্ট দেয়া হয়। দূর থেকে হাজারে আসওয়াদের দিকে ইঙ্গিত করে আল্লাহু আকবার বলাও যথেষ্ট। কোনো অবস্থায় ঠেলাঠেলি করে অন্যকে কষ্ট দেয়া জায়েয নেই।

এরপর বাকী চক্করগুলো পূর্ণ করতে হবে এবং ভীড় করা বা জোরে আওয়াজ দেয়া যাবে না।

www.pathagar.com

যেকোনো দু'আ করতে থাকবে কিংবা কোরআনের আয়াত তেলাওয়াত করবে।

রোকনে ইয়ামানীতে পৌঁছলে, যদি সম্ভব হয় তাহলে এটাকে হাত দিয়ে স্পর্শ করবে। চুমু খাবে না কিংবা মুছবে না, কিছু লোক সুন্নাত বিরোধী এই কাজ করে। রোকনে ইয়ামানী স্পর্শ করতে না পারলে তাওয়াফ অব্যাহত রাখবে এবং রোকনে ইয়ামানীর দিকে ইশারা করবে না কিংবা তাকবীর বলা যাবে না। তাওয়াফের সময় রোকনে ইয়ামানী ও হাজারে আসওয়াদের মাঝখানে নিম্নোক্ত দু'আটি পড়া সুন্নাত :

رَبَّنَآ اٰتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَّفِي الْاٰخِرَةِ حَسَنَةً وَّقِنَا عَذَابَ النَّارِ. (البقرة : ٢٠١)

www.pathagar.com

'হে আমাদের প্রতিপালক, আমাদেরকে দুনিয়া ও আখেরাতে কল্যাণ দান করুন এবং দোযখের আযাব থেকে রক্ষা করুন।' (সূরা বাকারা : ২০১)

এভাবে সাত চক্কর তাওয়াফ শেষ করবে। হাজারে আসওয়াদ থেকে তাওয়াফ শুরু করে হাজারে আসওয়াদেই শেষ করতে হবে। কেবল তাওয়াফে কুদুম ও ওমরাহর তাওয়াফেই রমল করতে হবে। রমল মানে তাওয়াফের প্রথম তিন চক্করে দ্রুত হাঁটতে হবে।

তাওয়াফ : তাওয়াফ সাত চক্কর। তা হাজারে আসওয়াদ থেকে শুরু করে হাজারে আসওয়াদেই শেষ করতে হবে।

তাওয়াফের ভুলগুলো

* কিছু লোক হাতীমে কাবা বা হিজরে

www.pathagar.com

ইসমাঈলের ভেতর দিয়ে তাওয়াফ করাকে বিশুদ্ধ মনে করে তাওয়াফ করে। বাস্তবে হিজরে ইসমাঈল হচ্ছে কাবার অংশ। তাই এর বাহির দিয়ে তাওয়াফ করতে হবে।

* কাবার সকল কোণ স্পর্শ করা, দেয়াল স্পর্শ করা, গেলাফ ও দরজা কিংবা মাকামে ইবরাহীম মোছা। এগুলো নাজায়েয, বরং বিদআত; শরীয়তে এর কোনো ভিত্তি নেই এবং নবী (সা)ও তা করেননি।

* তাওয়াফের সময় মহিলাদের সাথে পুরুষদের ঠেলাঠেলি করা। বিশেষ করে হাজারে আসওয়াদ ও মাকামে ইবরাহীমের কাছে ভীড়ের মধ্যে এটার সম্ভাবনা থাকে। এগুলো থেকে দূরে থাকা দরকার।

www.pathagar.com

তাওয়াফ শেষ হলে যা করণীয়

১. ডান কাঁধ ঢাকা।

২. সম্ভব হলে মাকামে ইবরাহীমের পেছনে দু' রাকাত নামায পড়া। সেখানে সম্ভব না হলে মসজিদের হারামের যে কোনো জায়গায় নামায পড়লেই চলবে। এই নামায হলো সুন্নাতে মোয়াক্কাদা। প্রথম রাকাতে সূরা ফাতেহার পর সূরা কাফেরুন এবং দ্বিতীয় রাকাতে সূরা ফাতেহার পর সূরা এখলাস পড়তে হবে। অন্য কোনো সূরা পড়লেও চলবে।

সাফা পাহাড়

তাওয়াফ শেষ হলে ওমরাহকারী সাফা পাহাড়ে যাবেন এবং সাত চক্কর সাঈ করবেন। সাফার নিকটবর্তী হলে কোরআনের আয়াতে আল্লাহ

www.pathagar.com

প্রথমে সাফার কথা উল্লেখ করেছেন। তাই প্রথমে সাফা পাহাড় থেকে সাঈ শুরু করতে হবে।

إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللّٰهِ.

'নিশ্চয়ই সাফা ও মারওয়াহ আল্লাহর নিদর্শনের অন্তর্ভুক্ত।' (সূরা আল বাকারা : ১৫৮)

সাফা পাহাড়ে উঠে কেবলামুখী হয়ে আল্লাহর প্রশংসা, তিনবার তাকবীর এবং হাত তুলে নিম্নের দু'আ বেশী করে পড়তে হবে :

لاَ إِلٰهَ إِلاَّ اللّٰهُ وَحْدَهُ لاَشَرِيْكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ. لاَ إِلٰهَ إِلاَّ اللّٰهُ وَحْدَهُ، أَنْجَزَ وَعْدَهُ، وَنَصَرَ عَبْدَهُ وَهَزَمَ الْاَحْزَابَ وَحْدَهُ.

www.pathagar.com

'আল্লাহ ছাড়া সত্যিকার কোনো মা'বুদ নেই, তাঁর কোনো শরীক নেই। সাম্রাজ্য ও প্রশংসা তাঁরই। তিনি সকল কিছুর উপর শক্তিবান। আল্লাহ এক ও একক, তিনি ছাড়া সত্য কোনো মা'বুদ নেই, তিনি নিজ ওয়াদা পূরণ করেছেন, নিজ বান্দাহকে সাহায্য করেছেন এবং একাই সকল দলকে পরাজিত করেছেন।'

এই দু'আ তিনবার পড়তে হবে। এছাড়াও ইচ্ছেমতো অন্য দু'আও করা যাবে। তবে, শুধু এইটুকুর মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকলেও ক্ষতি নেই। দু'আ করা ছাড়া দুই হাত তোলা যাবে না এবং তাকবীরের সময় হাত দিয়ে ইশারা করা যাবে না।

হাজী ও ওমরাহকারীদের প্রচলিত ভুলের মধ্যে এখানে হাত দিয়ে ইশারা করা অন্যতম ভুল।

www.pathagar.com

তারপর সাফা থেকে মারওয়াহ পাহাড়ের দিকে চলা শুরু করবে এবং সাধ্যমতো নিজের জন্য, আপন পরিবার ও মুসলমানদের জন্য দু'আ করবেন। সবুজ বাতির কাছে পৌছলে পুরুষরা দ্বিতীয় সবুজ বাতি পর্যন্ত খুব দ্রুত হাঁটবে, মহিলারা নয়। এরপর মারওয়াহ পর্যন্ত স্বাভাবিকভাবে হাঁটতে থাকবে। মারওয়াহ পৌছার পর কেবলামুখী হয়ে সাফার অনুরূপ দু'আ পড়বে, তবে কোরআনের আয়াত তেলাওয়াত করবে না। ইচ্ছেমতো দু'আ করবে। তারপর সবুজ নিদর্শন পর্যন্ত স্বাভাবিক হাঁটবে এবং দ্বিতীয় সবুজ নিদর্শন পর্যন্ত খুব দ্রুত চলবে। এরপর সাফা পর্যন্ত স্বাভাবিকভাবে চলবে এবং সাফায় উঠবে। এভাবে সাত চক্কর সাঈ শেষ করবে। সাফা শেষে

www.pathagar.com

মারওয়াহ পর্যন্ত একটি এবং মারওয়াহ থেকে সাফা পর্যন্ত আরেকটি সাঈ বিবেচিত হবে।

* ক্লান্ত-শ্রান্ত হয়ে গেলে কিংবা অসুস্থ হলে হুইল চেয়ারে বসে সাঈ করলে কোনো অসুবিধা নেই।

* ঋতুবতী ও সন্তান প্রসবকারিণী পবিত্র হওয়ার আগ পর্যন্ত তাওয়াফ করতে পারবে না, তবে সাঈ করতে পারবে। কেননা, সাঈর স্থান মসজিদে হারামের অন্তর্ভুক্ত নয়।

* দুই সবুজ নিদর্শনের মধ্যে নারীদের খুব দ্রুত চলা অন্যতম প্রচলিত ভুল।

* সাঈ শেষ করে ওমরাহকারী মাথার চুল মুণ্ডন কিংবা ছোট করবেন। তবে মুণ্ডন করা উত্তম। সারা মাথার চুল কাটা জরুরী। নারীরা আঙ্গুলের মাথার পরিমাণ চুল কাটবে।

www.pathagar.com

এর মাধ্যমে ওমরাহর কাজ শেষ হবে এবং এহরামের কারণে যেসকল জিনিস হারাম হয়েছিলো তা এখন হালাল হয়ে যাবে।

সাঈ

সাঈ সাত চক্কর। সাফা থেকে শুরু করে মারওয়ায় গিয়ে শেষ হবে।

১১. হজ্জের বর্ণনা

মহান আল্লাহ বলেন,

اَلْحَجُّ أَشْهُرٌ مَّعْلُوْمَاتٌ.

'হজ্জের মাসগুলো সুবিদিত।'

১২. ৮ই যিলহজ্জ (তারওইয়া দিবস)

৮ই যিলহজ্জ থেকে হজ্জের কার্যক্রম শুরু হয়। এটাকে 'তারওইয়া' বলা হয়।

www.pathagar.com

এদিন তামাত্তুকারী হাজী সূর্যোদয়ের বেশ কিছু পরে অর্থাৎ চাশতের সময় হজ্জের এহরাম বাঁধবেন এবং ওমরাহর এহরামের মতো নামায, গোসল ও সুগন্ধি লাগাবেন। তারপর নিজ বাসস্থান থেকে এহরাম বাঁধবেন।

পক্ষান্তরে, কেরান ও এফরাদকারী হাজীগণ এখন পর্যন্ত এহরামের মধ্যে রয়েছেন। তামাত্তু, কেরান ও এফরাদকারী সকল হাজী যোহরের আগে মিনায় পৌছবেন এবং সেখানে যোহর, আসর, মাগরেব ও এশার নামায নির্দিষ্ট ওয়াক্তের মধ্যে আদায় করবেন। তবে দুই ওয়াক্ত নামাযকে একত্রিত করবেন না এবং চার রাকাতের জায়গায় দুই রাকাত কসর পড়বেন। ৯ তারিখ রাতে এরূপ করার পর সকালে ফজরের নামায

www.pathagar.com

পড়বেন। যিনি ৮ই যিলহজ্জ্ব তারওইয়া দিবসের আগে মিনায় আসবেন তিনি ৮ তারিখে সূর্যোদয়ের বেশ কিছু পর মিনা থেকে হজ্জের এহরাম বাঁধবেন। ৮ই যিলহজ্জ্ব দিন শেষে ৯ই যিলহজ্জে মিনায় হাজীদের রাত কাটানো সুন্নাত।

৯ তারিখ সকালে ফজর পড়ে সূর্যোদয় পর্যন্ত অপেক্ষা করে শান্ত-শিষ্টভাবে তালবিয়া পাঠ ও আল্লাহর যিক্‌র, কোরআন তেলাওয়াত, লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ, তাকবীর, আল্লাহর প্রশংসা ও শোকর আদায় করতে করতে আরাফাতের দিকে রওয়ানা হবে।

১৩. ৯ই যিলহজ্জ্ব (আরাফা দিবস)

সূর্যোদয়ের পর থেকে : ৯ই যিলহজ্জ্ব অকুফে

www.pathagar.com

আরাফা বা আরাফার ময়দানে অবস্থান হজ্জের রোকন যা ব্যতীত হজ্জ হয় না। নবী (সা) বলেন, 'আরাফায় অবস্থানই হজ্জ।' (আবু দাউদ, তিরমিযী)

সূর্যাস্ত পর্যন্ত : সূর্যোদয়ের পর সর্বোত্তম দিন হলো আরাফা দিবস। এদিন সকল হাজী আরাফার ময়দানে হাজির হয়। মুসলমানরা সূর্য হেলার (যোহরের আযানের) পর সূর্যাস্ত পর্যন্ত সেখানে অবস্থান করে। এদিন আল্লাহ ফেরেশতাদের কাছে গর্ব করেন।

মুসলিম শরীফে আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (সা) বলেন, 'আল্লাহ আরাফার দিন সর্বাধিক সংখ্যক লোককে দোযখ থেকে মুক্তি দেন। আল্লাহ নিকটবর্তী হন এবং ফেরেশতাদের কাছে গর্ব-অহংকার করেন। তিনি জিজ্ঞেস করেন,

www.pathagar.com

তারা কি চায়? 'আমরা আল্লাহর করুণা ও দয়া প্রার্থনা করি।'

সম্ভব হলে, সূর্য হেলার আগে হাজীদের নামেরা ময়দানে হাজির হওয়া সুন্নাত। যোহর ও আসর এক সাথে পড়ে তারা আরাফার সীমানার ভেতরে প্রবেশ করবে এবং সূর্যাস্ত পর্যন্ত অপেক্ষা করবে। বহু চিহ্ন ও সাইনবোর্ড দ্বারা সীমানা চিহ্নিত করা হয়েছে।

আরাফার সর্বত্রই অবস্থানের স্থান।

যোহর ও আসর একত্রে কসর পড়তে হবে

আজকের এই মহান দিনে হাজীদের উচিৎ তালবিয়া, যিক্‌র, অধিক ক্ষমা প্রার্থনা, লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ, শোকর ও আল্লাহর প্রশংসার মধ্যে কাটানো এবং আল্লাহর প্রতি বিনয়ী হওয়া ও

www.pathagar.com

কান্নাকাটি করা। নিজের জন্য, পরিবার-পরিজন, সন্তান-সন্ততি ও মুসলিম ভাই-বোনদের জন্য বেশী বেশী দু'আ করা। যোহরের সময় হয়ে গেলে ইমাম খোতবা দেবেন, সবাইকে ওয়াজ-নসিহত করবেন এবং উপদেশ দেবেন। তারপর হাজীদেরকে নিয়ে যোহর ও আসর এক সাথে কসর আদায় করবেন এক আযান দুই ইকামতের সাথে। রাসূলুল্লাহ (সা) অনুরূপ করেছেন। আগে-পরে কিংবা মাঝে আর কোনো নামায পড়বেন না।

আজকের এই বরকতপূর্ণ দিনে হাজী সাহেবানের ভুল-ত্রুটি থেকে দূরে থাকা উচিৎ, যেন তা এই মহান দিবসের সওয়াব ও বিনিময়কে নষ্ট করে না দেয়।

www.pathagar.com

আরাফার দিবসে প্রচলিত ভুল

অনেক হাজী এদিন বিভিন্ন ভুল করেন। তাদেরকে সতর্ক করা উচিৎ। যেমন-

* আরাফা সীমান্তের বাইরে অকুফ করা এবং সূর্যাস্ত পর্যন্ত আরাফার বাইরের অবতরণ স্থলে অবস্থান করা। এরপর মোযদালেফায় চলে যাওয়া। এরূপ করলে হজ্জই হবে না।

* সূর্যাস্তের আগে আরাফা থেকে বেরিয়ে যাওয়া। এটা নাজায়েয এবং নবী (সা)-এর কাজের পরিপন্থী।

* জাবালে আরাফা (জাবালে রহমতে) বা এর চূড়ায় ওঠার জন্য ঠেলাঠেলি করা, তাকে মাসেহ করা এবং সেখানে নামায পড়া। এগুলো বিদআত

www.pathagar.com

ও ইসলামী শরীয়তে এর কোনো ভিত্তি নেই। তাছাড়া শারীরিক ক্ষতির আশংকা তো আছেই।

* জাবালে আরাফার দিকে মুখ করে দু'আ করা। কেবলামুখী হয়ে দু'আ করাই সুন্নাত।

১৪. মোযদালেফা

সূর্যাস্তের সময় : আরাফা দিবসে সূর্যাস্তের সময় হাজী সাহেবানের কাফেলাগুলো মোযদালেফার মাশ'আরুল হারামের দিকে রওয়ানা হবে এবং সেখানে পৌছে সাথে সাথে এক আযান ও দুই ইকামতের সাথে মাগরিব ও এশা এক সাথে কসর আদায় করবেন। তারা সেখানে রাত যাপন করবেন, তালবিয়া পাঠ করবেন, অকুফে আরাফার তাওফিক দানের জন্য আল্লাহর যিক্‌র ও শোকর আদায় করবেন।

www.pathagar.com

মোযদালেফার উদ্দেশ্যে রওয়ানা

মোযদালেফায় পৌছে হাজী সাহেবান বিভিন্ন ভুল করে থাকেন। এ ব্যাপারে তাদেরকে সতর্ক করা দরকার।

মাগরিব ও এশা এক সাথে কসর পড়বেন

* মোযদালেফায় পৌছে মাগরিব ও এশা এক সাথে কসর পড়ার আগেই কংকর সংগ্রহে ব্যস্ত হয়ে পড়া।

* মোযদালেফা থেকে কংকর সংগ্রহ জরুরী বলে বিশ্বাস করা।

* কংকর ধৌত করা। নবী (সা) থেকে এরূপ কাজ বর্ণিত নেই।

www.pathagar.com

মোযদালেফায় রাত যাপন
ফজরের নামায
যিক্‌র ও দু'আ
কংকর সংগ্রহ
মিনার দিকে রওয়ানা

আমরা উল্লেখ করেছি যে, সুন্নাত পদ্ধতি হলো হাজীরা মোযদালেফায় রাত কাটাবেন ও ভোরে ফজরের নামায পড়বেন। তবে নারী, শিশু, দুর্বল ও তাদের সেবাকারীদের মধ্য রাতের পর মিনার উদ্দেশ্যে যাত্রা করা জায়েয।

হাজী সাহেবানের ফজরের নামায পড়ার পর মাশআ'রে হারামের কাছে অবস্থান করা মোস্তাহাব। মাশ'আরে হারাম হলো মোযদালেফার একটি পাহাড় অথবা

www.pathagar.com

মোযদালেফার যেকোনো স্থানে অকুফ করলে চলবে। কেবলামুখী হয়ে বেশী বেশী করে আল্লাহর যিক্‌র, তাকবীর ও দু'আ করবেন। তারপর সূর্যোদয়ের আগে মিনার উদ্দেশ্যে রওয়ানা করবেন। মিনায় যাত্রাকালে বড় জামরায় নিক্ষেপ করার জন্য বুটের দানার চেয়ে সামান্য বড় সাতটি কংকর তুলে নেবেন। অবশিষ্ট কংকরগুলো মিনা থেকে সংগ্রহ করবেন। আল্লাহর করুণা ও বরকতের উপর নির্ভর করে বিনয় সহকারে তালবিয়া ও অধিক যিক্‌র করতে করতে মিনার যাত্রা অব্যাহত রাখবেন। তালবিয়া হলো : 'লাব্বাইকা আল্লাহুম্মা লাব্বাইক, লাব্বাইকা লা শারীকা লাকা লাব্বাইক, ইন্নাল হামদা ওয়ান নে'মাতা লাকা ওয়াল মুলক, লা শারীকা লাক।'

www.pathagar.com

মিনা

হাজী সাহেবরা মিনায় পৌঁছে যা করবেন

বড় জামরায় কংকর নিক্ষেপ করবেন। এটি মক্কার দিক থেকে নিকটবর্তী জামরাহ।

বড় জামরায় পৌঁছে তালবিয়া পড়া বন্ধ করে দেবেন এবং নিম্নোক্ত কাজগুলো করবেন–

১. জামরাহ আকবায়ে একের পর এক মোট সাতটি কংকর নিক্ষেপ করবেন এবং প্রত্যেক কংকর নিক্ষেপের সময় আল্লাহু আকবার বলবেন।

২. কোরবানী ওয়াজিব হলে কোরবানী করবেন। তা থেকে নিজে খাবেন এবং ফকীর-মিসকীনকে খাওয়াবেন।

৩. মাথা মুণ্ডন করবেন কিংবা চুল ছোট করবেন।

www.pathagar.com

তবে মুণ্ডন করা উত্তম। নারীরা আঙ্গুলের মাথা পরিমাণ চুল ছোট করবেন।

এই ক্রমধারা রক্ষা করা উত্তম। তবে কেউ কোনো কাজ আগে-পরে করলে তাতে ক্ষতি নেই।

১৫. ১০ই যিলহজ্জ (কোরবানীর দিন)

প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের মুসলমান, বিশেষ করে মিনায় অবস্থানকারী হাজী সাহেবান, ঈদুল আযহার দিনকে স্বাগত জানায়, তারা আনন্দে আপ্লুত হয় এবং আল্লাহর দেয়া নেয়ামতকে খুশী সহকারে গ্রহণ করে। তারা আল্লাহর নৈকট্য লাভের জন্য কোরবানীর পশু যবেহ করে। হাজী সাহেবান জামরাহ আকাবায় কংকর নিক্ষেপের পর থেকে 'আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার, লা ইলাহা

www.pathagar.com

ইল্লাল্লাহ, আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার, ওয়া লিল্লাহিল হামদ' বলে তাকবীর ধ্বনি উচ্চারণ করে।

জামরাহ আকাবায় যেতে হবে
তালবিয়া পড়া বন্ধ করতে হবে
তাকবীর বলতে হবে
কোরবানীর পশু যবেহ করতে হবে
মাথার চুল মুণ্ডন বা ছোট করতে হবে।

জামরায় কংকর নিক্ষেপের সময় হাজী সাহেবানগণ যে ভুল করে থাকেন

* কারো ধারণা যে, তিনি শয়তানকে কংকর নিক্ষেপ করছেন। এজন্য রাগান্বিত হয়ে শয়তানকে গালি-গালাজ করে। অথচ জামরায় কংকর নিক্ষেপের উদ্দেশ্য হলো আল্লাহর যিক্‌র বা স্মরণ।

www.pathagar.com

* জামরায় বড় কংকর, জুতা কিংবা কাঠ নিক্ষেপ করা। এটা হচ্ছে দ্বীনের মধ্যে বাড়াবাড়ি। নবী (সা) এরূপ করতে নিষেধ করেছেন।

* জামরাহর কাছে কংকর নিক্ষেপের জন্য ভীড় করা বা ঠেলাঠেলি করা। এটা বিরাট ভুল। অন্য ভাইয়ের প্রতি নমনীয় আচরণ হাজী সাহেবের জন্য কাম্য। কংকর হাউজের ভেতরে পড়ছে কিনা তা দেখতে হবে, স্তম্ভ বা দেয়ালে লাগা জরুরী নয়।

* সব কংকর এক সাথে নিক্ষেপ করা। এক্ষেত্রে তা একটি কংকর নিক্ষেপ হয়েছে বলে গণ্য হবে। বৈধ পদ্ধতি হলো, প্রতিটি কংকর নিক্ষেপের সময় তাকবীর বলা।

জামরাহ আকাবায় কংকর নিক্ষেপ করে চুল মুণ্ডন বা ছোট করলে হাজী সাহেব প্রাথমিক পর্যায়ের

www.pathagar.com

হালাল হবেন এবং স্ত্রী ব্যতীত এহরামের অন্য সকল নিষেধাজ্ঞার অবসান হবে।

জামরাহসমূহ

হাজী সাহেব ঈদের দিন সকালে মিনায় পৌঁছে নিম্নোক্ত কাজগুলো করবেন

১. শুধু জামরাহ আকাবায়ে সাতটি কংকর নিক্ষেপ করবেন। প্রতিটি কংকর নিক্ষেপের সময় আল্লাহু আকবার বলবেন।

ছোট জামরাহ	মধ্যম জামরাহ	জামরাহ আকাবা
(না)	(না)	(হ্যাঁ)

২. আইয়ামে তাশরীকের তিন দিন–

ছোট, মধ্যম ও জামরাহ আকাবায়ে কংকর নিক্ষেপ করবেন। প্রতি জামরায় সাতটি কংকর নিক্ষেপ করতে হবে।

www.pathagar.com

১৫০ মিটার	১৯০ মিটার
ছোট জামরাহ	মধ্যম জামরাহ	জামরাহ আকাবা

১৬. তাওয়াফে এফাদা বা তাওয়াফে যিয়ারাহ

এটা হজ্জের অন্যতম ফরয রোকন। তাওয়াফে এফাদা ছাড়া হজ্জ আদায় হবে না। ঈদের দিন সকালে জামরাহ আকাবায় কংকর নিক্ষেপের পর হাজী সাহেব মক্কায় যাবেন এবং কাবা শরীফের চারপাশে সাত চক্কর তাওয়াফে এফাদা করবেন। এরপর সাফা-মারওয়ায় সাত চক্কর সাঈ করবেন, যদি তিনি তামাত্তু হজ্জকারী হন। কেরান ও এফরাদ হজ্জকারী যদি তাওয়াফে কুদুমের সময় সাঈ না করে থাকেন তাহলে এখন সাঈ করবেন। তবে মিনায় অবস্থান শেষে এবং জামরায় কংকর নিক্ষেপ সম্পন্ন করার পর মক্কায় আসার আগ

www.pathagar.com

পর্যন্ত তাওয়াফে যিয়ারাহ বিলম্বিত করা জায়েয আছে।

হাজী সাহেব কংকর নিক্ষেপ, মাথার চুল মুণ্ডন কিংবা ছোট করা এবং তাওয়াফে এফাদা করলে স্ত্রীসহ এহরামের কারণে যে সকল জিনিস হারাম হয়েছিলো তা হালাল হয়ে যাবে।

১৭. আইয়ামে তাশরীক

১১ তারিখের রাত
১২ তারিখের রাত
১৩ তারিখের রাত

যিলহজ্জের ১১ তারিখের রাত থেকে আইয়ামে তাশরীক শুরু হয়। কোরবানীর দিন তাওয়াফে এফাদা শেষে হাজী সাহেব আইয়ামে তাশরীকের তিন রাত কাটানোর জন্য পুনরায় মিনায় ফিরে

www.pathagar.com

আসবেন। যিনি দুই রাত মিনায় যাপন করতে চান, তিনি তা পারবেন। এ মর্মে আল্লাহ বলেন,

"আর নির্দিষ্ট কয়েকটি দিনে আল্লাহকে স্মরণ করো। যে ব্যক্তি দু'দিনের মধ্যে তাড়াতাড়ি করে চলে যাবে, তার কোনো গুনাহ নেই। আর যে লোক থেকে যাবে তার উপরও কোনো গুনাহ নেই, অবশ্য যারা আল্লাহকে ভয় করে। আর তোমরা আল্লাহকে ভয় করতে থাকো এবং নিশ্চিত জেনে রাখো, তোমাদের সকলকে তাঁর সামনে সমবেত করা হবে।" (সূরা বাকারা-২০৩)

হাজী সাহেবানের করণীয় কাজগুলো হলো

* মিনায় অবস্থানকালীন দিনগুলোতে তিন জামরায় কংকর নিক্ষেপ করা।

www.pathagar.com

* প্রত্যেক কংকর নিক্ষেপের সময় তাকবীর বলা।

* বেশী বেশী যিক্‌র ও দু'আ করা।

* শান্ত-শিষ্ট ও নিরিবিলি থাকা।

* ভীড় ও ঠেলাঠেলি, ঝগড়া-ঝাটি এবং শত্রুতা পোষণ না করা।

জামরায় কংকর নিক্ষেপ

সুন্নাত হলো, হাজী সাহেব ছোট ও মধ্যম জামরায় কংকর নিক্ষেপের পর কেবলামুখী হয়ে দুই হাত উপরে তুলে যা ইচ্ছে দু'আ করবেন। খেয়াল রাখবেন যেন এর মাধ্যমে ভীড় ও ঠেলা-ধাক্কা সৃষ্টি না হয়।

তবে বড় জামরাহ বা জামরাহ আকাবায় দাঁড়াবেন না এবং কংকর নিক্ষেপের পর দু'আও করবেন

www.pathagar.com

না। যিনি দুই দিনের মধ্যে তাড়াতাড়ি ফিরে আসতে চান তার ১২ তারিখে তিন জামরায় কংকর নিক্ষেপ করা ওয়াজিব এবং সূর্যাস্তের আগেই তাকে মিনা ত্যাগ করতে হবে। কিন্তু মিনায় সূর্যাস্ত পর্যন্ত থাকলে, ১৩ই যিলহজ্জ রাত মিনায় কাটানো ওয়াজিব এবং পরের দিন তিন জামরায় কংকর নিক্ষেপ করতে হবে।

যদি দুই দিনের মধ্যে তাড়াতাড়ি চলে আসার প্রস্তুতি নিয়ে থাকেন, তাহলে তিনি পথ চলা অব্যাহত রাখবেন এবং তখন মিনায় তার রাত যাপন জরুরী নয়।

১৮. বিদায়ী তাওয়াফ

মিনা ত্যাগের পর হাজী সাহেব তাওয়াফের উদ্দেশ্যে মক্কা রওনা হবেন। ইতোমধ্যে হজ্জ

www.pathagar.com

কাফেলাগুলো • হজ্জের ফরয রোকন ও ওয়াজিবগুলো আদায় করেছেন। এখন বিদায়ী তাওয়াফ হবে তাদের সর্বশেষ কাজ। নবী (সা) আদেশ করেছেন, "আল্লাহর ঘরের তাওয়াফ ব্যতীত কেউ যেন মক্কা ত্যাগ না করে।" (বুখারী, মুসলিম)

বিদায়ী তাওয়াফ হজ্জের সর্বশেষ ওয়াজিব। হাজী সাহেব স্বদেশ প্রত্যাবর্তনের সামান্য আগে তা সম্পন্ন করবেন।

ঋতুবতী ও প্রসূতি স্ত্রীলোক ছাড়া আর কারো জন্য বিদায়ী তাওয়াফ মাফ নেই। এ জাতীয় স্ত্রীলোকের বিদায়ী তাওয়াফ মাফ এবং এজন্য তাদেরকে কোনো কিছু করতে হবে না।

www.pathagar.com

১৯. হজ্জের রোকন ও ওয়াজিব

হজ্জের রোকন চারটি

১. এহরাম

২. অকুফে আরাফা

৩. তাওয়াফে এফাদা

৪. সাঈ

কোনো রোকন ছেড়ে দিলে হজ্জ হবে না

হজ্জের ওয়াজিব সাতটি

১. মীকাত থেকে এহরাম বাঁধা

২. সূর্যাস্ত পর্যন্ত আরাফায় অবস্থান

৩. মোযদালেফায় রাত যাপন

৪. আইয়ামে তাশরীকে মিনায় রাত যাপন

www.pathagar.com

৫. জামরায় কংকর নিক্ষেপ

৬. মাথার চুল মুণ্ডন বা ছোট করা

৭. বিদায়ী তাওয়াফ

কোনো ওয়াজিব ছেড়ে দিলে দম দিতে হবে

মক্কায় বকরী যবেহ করে গরীবদের মধ্যে বিলি করতে হবে, নিজে খেতে পারবে না।

নারী-পুরুষের হজ্জ ফরয হওয়ার জন্য শর্ত হলো-

১. মুসলিম

২. বুদ্ধিমান

৩. বালেগ

৪. স্বাধীন

৫. সক্ষমতা

www.pathagar.com

২০. নারীর মাসয়ালা

নারীদের সাথে মুহরেম পুরুষ থাকা জরুরী। মুহরেম ব্যক্তি নারীর সাথে হজ্জের উদ্দেশ্যে সফর করবেন। যেমন, স্বামী কিংবা বংশীয় সম্পর্কের কারণে যাদের সাথে চিরদিনের জন্য বিয়ে হারাম। যেমনঃ বাবা, ছেলে, ভাই ইত্যাদি। অথবা বৈধ কারণে যারা তার জন্য চিরতরে হারাম। যেমনঃ দুধ ভাই, সৎ বাবা, সৎ ছেলে ইত্যাদি। এ ব্যাপারে প্রমাণ হলো, আব্দুল্লাহ বিন আব্বাস (রা) নবী করীম (সা)কে বক্তৃতা দিতে শুনেছেন :

لاَ يَخْلُوَنَّ رَجُلٌ بِإِمْرَأَةٍ إِلاَّ وَمَعَهَا ذِيْ مَحْرَمٍ
وَلاَ تُسَافِرُ الْمَرْأَةُ إِلاَّ مَعَ ذِيْ مَحْرَمٍ.

"মুহরেমের উপস্থিতি ব্যতীত কোনো পুরুষ

www.pathagar.com

যেন কোনো নারীর সাথে একাকী অবস্থান না করে, কোনো নারী যেন মুহরেম ব্যক্তি ছাড়া সফর না করে।"

তখন এক ব্যক্তি দাঁড়িয়ে বললো, হে আল্লাহর রাসূল, আমার স্ত্রী হজ্জের উদ্দেশ্যে বেরিয়েছে এবং আমি অমুক যুদ্ধে অংশ গ্রহণের জন্য নাম লিখিয়েছি। তখন তিনি বললেন, তুমি যাও এবং তোমার স্ত্রীর সাথে হজ্জ করো।' (বোখারী, মুসলিম)

আব্দুল্লাহ বিন ওমার (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন,

لاَتُسَافِرُ الْمَرْأَةُ ثَلاَثَةً إِلاَّ مَعَ ذِيْ مَحْرَمٍ.

'মুহরেম পুরুষ ব্যতীত কোনো নারী যেন তিন

www.pathagar.com

দিনের দূরত্বে সফরে না যায়।' (বোখারী, মুসলিম)

মুহরেম ছাড়া নারীর হজ্জ ও অন্যান্য সফর নিষেধকারী হাদীস অনেক। কেননা, তারা দুর্বল এবং সফরে বিভিন্ন সমস্যা ও জটিলতা পুরুষ ছাড়া মোকাবিলা করা সম্ভব নয়। খারাপ ও গুনাহগার লোকের কাছে নারী লোভনীয়। তাই তার হেফাযত ও রক্ষার জন্য মুহরেম পুরুষ প্রয়োজন।

নির্দেশনা

হজ্জের নারীর মুহরেম সঙ্গীর জন্য শর্ত হলো

মুসলিম

বুদ্ধিমান

বালেগ

www.pathagar.com

নারীর এহরামের বিধান হচ্ছে :

১. নফল হজ্জ্ব হলে স্বামীর অনুমতি লাগবে। কেননা এতে স্বামীর অধিকার নষ্ট হওয়ার ব্যাপার জড়িত আছে। স্বামী নিজ স্ত্রীকে নফল হজ্জ্বে বাধা দিতে পারে।

২. ওলামায়ে কেরামের সর্বসম্মত মত হলো, নারী পুরুষের পক্ষ থেকে হজ্জ্ব ও ওমরাহ করতে পারে। অনুরূপভাবে নিজ কন্যা ও অন্য মহিলার পক্ষ থেকেও তা আদায় করতে পারে।

৩. হজ্জ্বের মধ্যে পথে মাসিক ঋতু ও সন্তান প্রসব হলে অগ্রসর হবে, হজ্জ্ব সম্পন্ন করবে এবং অন্যান্য পাক-পবিত্র মহিলাদের মতো সবই করবে, তবে বাইতুল্লাহর তাওয়াফ করবে না।

www.pathagar.com

এহরামের সময় ঐ অবস্থা দেখা দিলেও এহরাম বাঁধবে। এহরামের জন্য ঐ রকম পবিত্রতা (মাসিক ও প্রসবমুক্ত) শর্ত নয়।

৪. এহরামের সময় নারীরাও পুরুষদের মতো গোসল এবং চুল ও নখ কাটার কাজ সেরে নেবে। সম্ভব হলে, কড়া নয় এমন সুগন্ধি শরীরে মাখবে। এ মর্মে আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, 'আমরা এহরামের আগে কপালে মেশক মেখে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সাথে (হজ্জ ও ওমরাহর উদ্দেশ্যে) বের হতাম এবং আমাদের মুখের উপর ঘাম প্রবাহিত হতো। নবী (সা) তা দেখা সত্ত্বেও আমাদেরকে নিষেধ করেননি।' (আবু দাউদ)

www.pathagar.com

৫. এহরামের নিয়ত করার সময় নারীর মুখে নেকাব পরা থাকলে তা খুলে ফেলবে। নবী (সা) বলেন,

لاَتَنْتَقِبُ الْمَرْأَةُ الْمُحْرِمَةُ.

"এহরামকারিণী নারী নেকাব পরবে না।" (বোখারী)

নেকাব ও হাত মোজা
সৌন্দর্য ও সতর ঢাকে না এমন পোশাক
উচ্চস্বরে তালবিয়া পাঠ

অমুহরেম পুরুষদের সামনে তাকে ওড়না কিংবা অন্য কাপড় দিয়ে মুখ ঢাকতে হবে। অনুরূপভাবে হাত মোজা ছাড়া অন্য কাপড় দিয়ে হাতের কব্জি ঢাকতে হবে। কেননা, অগ্রাধিকারযোগ্য মত

www.pathagar.com

অনুযায়ী মুখ ও দুই হাতের কব্জি সতর। তাই এহরাম ও এহরামবিহীন অবস্থায় তা ভিন্ন পুরুষ থেকে ঢাকা ফরয।

৬. এহরামের সময় তারা যে কোনো পোশাক পরতে পারবে, তবে সৌন্দর্যের প্রকাশ, পুরুষের পোশাকের সাথে সাদৃশ্য, শরীরের অঙ্গের আকৃতি ফুটে ওঠে– এমন সংকীর্ণ পোশাক, এমন পাতলা কাপড় যা দ্বারা ভেতরে দেখা যায়, হাত ও পা ঢাকে না এমন খাটো পোশাক পরতে পারবে না; বরং পোশাক যেন প্রসারিত হয়।

ওলামায়ে কেরামের ঐকমত্য হলো, এহরামকারিণী নারী জামা, চাদর, পায়জামা ও ওড়না ইত্যাদি পরতে পারবে। সবুজ বা নির্দিষ্ট কোনো রঙ-এর পোশাক পরা জরুরী নয়। তারা

www.pathagar.com

নারীদের স্বভাবসুলভ লাল, সবুজ ও কালো যে কোনো ধরনের পোশাক পরতে পারবে। প্রয়োজন হলে পোশাক বদল করতেও পারবে। (আল মুগনী, ৩য় খণ্ড, ৩২৮ পৃষ্ঠা)

৭. নারীর জন্য সুন্নাত হলো, নিজে শুনতে পারে এমন আওয়াজে তালবিয়া পড়া। ফেৎনার আশংকায় উচ্চস্বরে তালবিয়া পড়া মাকরূহ। আর এ কারণেই তাদের জন্য নামাযের আযান ও একামত চালু করা হয়নি। এমন কি নামাযে ভুল শোধরানোর জন্য সুবহানাল্লাহ বলার পরিবর্তে হাতে তালি লাগানোর বিধান জারী করা হয়েছে।

পুরুষের সাথে ভীড় করা
রমল করা
এদতেবা' করা

www.pathagar.com

৮. পূর্ণাঙ্গ সতর ঢেকে, ক্ষীণ আওয়াজে, চোখ অবনত করে এবং হাজারে আসওয়াদ ও রোকনে ইয়ামানীসহ অন্যান্য জায়গায় পুরুষের সাথে ভীড় না করে নারীর তাওয়াফ করা ওয়াজিব। মাতাফের দূরবর্তী অংশে তাওয়াফ করবে। ফেৎনার আশংকার কারণে ভীড় করা হারাম। কাবার নিকটবর্তী হওয়া কিংবা হাজারে আসওয়াদকে চুমু দেয়া সুন্নাত, যদি সম্ভব হয়। তাই বলে সুন্নাতের জন্য হারাম কাজ করা যাবে না। হাজারে আসওয়াদ বরাবর হলে দূর থেকে হাতে ইশারা করবে।

৯. স্বাভাবিকভাবে হাঁটার মাধ্যমে নারীরা তাওয়াফ ও সাঈ করবে। ওলামায়ে কেরাম এ বিষয়ে একমত যে, তাওয়াফের সময় কাবার

www.pathagar.com

চারপাশে ও সাফা-মারওয়ায় তাদের রমল (জোরে হাঁটা) ও এদতেবা' করতে হবে না।

১০. ঋতুবতী নারী হজ্জের এহরাম, আরাফায় অবস্থান, মোযদালেফায় রাত যাপন ও জামরায় কংকর নিক্ষেপ করতে পারবে। তবে পবিত্র হওয়ার আগে কাবার তাওয়াফ করতে পারবে না। নবী (সা) আয়েশা (রা)কে বলেন,

إِفْعَلِيْ مَا يَفْعَلُ الْحَاجُّ غَيْرَ أَنْ تَطُوْفِيْ بِالْبَيْتِ حَتّٰى تَطْهُرِيْ.

"তাওয়াফ ব্যতীত হাজীদের মতো সকল কিছু করো।" (বোখারী, মুসলিম)

বি: দ্র: নারীর তাওয়াফ শেষে যদি মাসিক দেখা দেয়, তাহলে ঐ অবস্থায় সে সাফা-মারওয়ায়

www.pathagar.com

সাঈ করতে পারবে। কেননা, সাঈর জন্য পবিত্রতা শর্ত নয়।

জায়েয বিষয়গুলো হলো

দুর্বলদের সাথে মোযদালেফা ত্যাগ করতে পারবে
মাথার চুল কেবল ছোট করবে
ঋতুবতীর বিদায়ী তাওয়াফ মাফ

১১. রাতে চাঁদ ডুবে যাওয়ার পর নারীরা দুর্বল লোকদের মতো মোযদালেফা ত্যাগ করতে এবং ভীড়ের ভয়ে মিনায় পৌঁছেই জামরাহ আকাবায় কংকর নিক্ষেপ করতে পারবে।

১২. হজ্জ ও ওমরায় নারীরা আঙুলের কর পরিমাণ মাথার চুল কাটবে। তবে তাদের মাথা মুণ্ডন করা জায়েয নেই।

www.pathagar.com

১৩. ঋতুবতী নারীরা জামরাহ আকাবায়ে কংকর নিক্ষেপের পর মাথার চুল কাটলে এহরাম শেষ হয়ে যাবে এবং এহরামের কারণে হারাম জিনিসগুলো হালাল হয়ে যাবে। তবে তাওয়াফে এফাদার আগে স্বামীর জন্য হালাল হবে না। কিন্তু এর আগেই যদি স্ত্রী স্বেচ্ছায় স্বামীর সাথে মিশে তাহলে, তার উপর দম দেয়া ওয়াজিব এবং বকরী যবাই করে মক্কায় ফকীর-গরীবদের মধ্যে গোশত বিলি করবে।

১৪. তাওয়াফে এফাদার পরে নারীর মাসিক দেখা দিলে হজ্জ্ব শেষ করে সফর করবে এবং বিদায়ী তাওয়াফ মাফ হয়ে যাবে। এ মর্মে আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, "তাওয়াফে এফাদার

www.pathagar.com

পরে উম্মুল মোমেনীন সফিয়্যাহ বিনতে হুয়াইর মাসিক দেখা দিলে আমি তা নবী (সা)কে জানাই। তখন নবী (সা) বলেন, সে কি আমাদেরকে আটকে রাখবে? আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল, বায়তুল্লায় তাওয়াফে এফাদা করার পর তাঁর মাসিক দেখা দিয়েছে। তখন তিনি বলেন, তাহলে রওয়ানা করো।" (বোখারী, মুসলিম)

ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, 'নবী (সা) লোকদেরকে বিদায়ী তাওয়াফের নির্দেশ দিয়েছেন। তবে তিনি ঋতুবতী ও প্রসূতিদের ব্যাপারে নমনীয়তা প্রদর্শন করেছেন।' (বোখারী, মুসলিম)

www.pathagar.com

২১. মসজিদে নবওয়ী যিয়ারতের নিয়ম

মদীনা হচ্ছে রাসূলুল্লাহ (সা)'র হিজরতের স্থান ও শেষ ঠিকানা। সেখানে রয়েছে মসজিদে নবওয়ী। যে তিন মসজিদ যিয়ারতের উদ্দেশ্যে সফর করা যায়, এটি তার একটি। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন, 'তিন মসজিদ ব্যতীত সফর করা যায় না। তিন মসজিদ হলো :

১. মসজিদে হারাম

২. আমার এই মসজিদ

৩. মসজিদে আকসা

যদিও মসজিদে নবওয়ীর যিয়ারত হজ্জের কোনো শর্ত বা ওয়াজিব নয়। বরং হজ্জের সাথে এর কোনো সম্পর্ক নেই এবং এহরামেরও দরকার নেই। বছরের যেকোনো সময় এই মসজিদে

www.pathagar.com

যিয়ারত বৈধ ও মোস্তাহাব। আল্লাহ যদি কাউকে দুই হারাম শরীফের দেশে আসার তাওফিক ও সুযোগ দেন, তাহলে মসজিদে নবওয়ীতে নামাযের উদ্দেশ্যে তার মদীনা সফর সুন্নাত। সেখানে এক রাকাত নামায অন্য মসজিদ অপেক্ষা এক হাজার গুণ বেশী সওয়াব। আর মক্কায় মসজিদে হারামে এক লাখ গুণ বেশী সওয়াব।

যিয়ারতকারী মসজিদে নবওয়ীতে পৌঁছলে প্রথমে ডান পা দিয়ে প্রবেশ করবে এবং এই দু'আ পড়বেন :

بِسْمِ اللّٰهِ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ

أَعُوْذُ بِاللّٰهِ الْعَظِيْمِ وَوَجْهِهِ الْكَرِيْمِ وَسُلْطَانِهِ

www.pathagar.com

الْقَدِيْمِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ اللّٰهُمَّ افْتَحْ لِيْ اَبْوَابَ رَحْمَتِكَ.

সকল মসজিদে প্রবেশের সময় এ দু'আ পড়তে হয়।

মসজিদে নবওয়ীতে প্রবেশের পর

প্রথমে দু'রাকাত তাহিয়্যাতুল মসজিদ আদায় করবে। নবী (সা) এ কবর ও মিম্বরের মধ্যবর্তী স্থান রাওযায় পড়তে পারলে খুব ভালো। তা না হয়, মসজিদের যেকোনো স্থানে পড়লেই চলবে। তারপর নবী (সা) এর কবরের দিকে যাবে এবং কবরের সামনে দাঁড়িয়ে অত্যন্ত আদবের সাথে ক্ষীণস্বরে এভাবে সালাম দেবে :

www.pathagar.com

اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِىُّ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ وَبَرَكَاتُهُ وَصَلِّ عَلَيْهِ.

কেউ যদি আরো যোগ করে বলে তাও বলতে পারবে :

اَللّٰهُمَّ اٰتِهِ الْوَسِيْلَةَ وَالْفَضِيْلَةَ وَابْعَثْهُ الْمَقَامَ الْمَحْمُوْدَ الَّذِىْ وَعَدْتَهُ، اَللّٰهُمَّ أَجِرْهُ عَنْ أُمَّتِهِ اَفْضَلَ الْجَزَاءِ.

তারপর ডানদিকে সামান্য অগ্রসর হয়ে আবু বকর (রা)'র কবরের সামনে দাঁড়িয়ে তাঁর উপর সালাম পাঠাবে এবং তাঁর জন্য রহমত, ক্ষমা ও আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য দু'আ করবে। তারপর আরও একটু

www.pathagar.com

সামান্য ডানে অগ্রসর হয়ে ওমার বিন খাত্তাবের কবরের সামনে দাঁড়িয়ে সালাম জানাবে এবং তার জন্য রহমত, ক্ষমা ও আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য দু'আ করবে।

সাবধান

মসজিদে নবওয়ীর কোনো কোনো যিয়ারতকারী বিদআত জাতীয় কিছু ভুল করে, যার কোনো ভিত্তি নেই এবং সাহাবায়ে কেরাম থেকে তার কোনো উদাহরণও নেই।

ভুলগুলো হচ্ছে :

হুজরাহ নবওয়ীর জানালা ও মসজিদের বিভিন্ন অংশ মাসেহ করা।

কবরের দিকে মুখ করে দু'আ করা।

সঠিক পদ্ধতি হলো কেবলামুখী হয়ে দু'আ করা।

www.pathagar.com

যিয়ারতকারীর জন্য সুন্নাত

১. 'বাকী' কবরস্থান যিয়ারত করা। এখানে ইসলামের তৃতীয় খলীফা ওসমান বিন আফ্‌ফানসহ অনেক সাহাবায়ে কেরামের কবর আছে।

২. ওহোদের শহীদান এবং শহীদ শ্রেষ্ঠ হামযা (রা)'র কবর যিয়ারত করা, তাঁদের উপর সালাম পাঠানো এবং দু'আ করা। নবী (সা) যেভাবে সাহাবায়ে কেরামকে কবর যিয়ারতের শিক্ষা দিয়েছেন, সেভাবেই করতে হবে। তিনি তাদেরকে নিম্নোক্ত দু'আ পড়তে বলেছেন :

اَلسَّلاَمُ عَلَيْكُمْ اَهْلَ الدِّيَارِ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُسْلِمِيْنَ وَإِنَّا إِنْ شَاءَ اللّٰهُ بِكُمْ لاَحِقُوْنَ، نَسْأَلُ اللّٰهَ لَنَا وَلَكُمُ الْعَافِيَةَ.

www.pathagar.com

'হে কবরবাসী মোমেন-মুসলমানগণ, আমরাও শীঘ্রই আপনাদের সাথে এসে মিলিত হবো। আল্লাহর কাছে আমাদের ও আপনাদের জন্য শান্তি ও ক্ষমা প্রার্থনা করি।' (মুসলিম)

৩. অজু করে পবিত্র হয়ে মসজিদে কুবার উদ্দেশ্যে রওনা করতে হবে এবং সেখানে নামায পড়তে হবে। এটা ইসলামের প্রথম মসজিদ। নবী (সা)ও অনুরূপ করেছেন এবং উৎসাহ দান করেছেন। সহল বিন হানিফ থেকে বর্ণিত। নবী (সা) বলেন, 'যে ব্যক্তি নিজ ঘরে অজুর মাধ্যমে পবিত্রতা অর্জন করে মসজিদে কুবায় এসে নামায পড়ে, সে একটি ওমরাহর সওয়াব পাবে।

বোখারী ও মুসলিমে আব্দুল্লাহ বিন ওমার (রা)

www.pathagar.com

থেকে বর্ণিত, 'রাসূলুল্লাহ (সা) সওয়ার কিংবা পায়ে হেঁটে মসজিদে কুবায় যিয়ারত করতেন ও দু'রাকাত নামায পড়তেন।

এগুলো ছাড়া মদীনায় আর কোনো মসজিদ বা স্থান যিয়ারত করা বিধিবদ্ধ নয়। তাই অযথা কষ্ট করে লাভ নেই এবং এখানে সেখানে ঘুরাফেরায় সওয়াব নেই।

২২. গুরুত্বপূর্ণ ফতোয়া

فَاسْأَلُوْآ أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لاَتَعْلَمُوْنَ.

'তোমরা না জানলে আলেম ও জ্ঞানীদেরকে জিজ্ঞাসা করো।' (আন-নাহল : ৪৩)

প্রশ্ন: কেউ কেউ বিমানে আসা হাজীদের জন্য জেদ্দা থেকে এহরাম বাঁধার ফতোয়া দেয়। আর

www.pathagar.com

কেউ কেউ তা অস্বীকার করে। এক্ষেত্রে সঠিক মাসয়ালা কী?

উত্তর: স্থল, নৌ ও আকাশ পথে আসা হাজীদের মীকাত তা, যা বরাবর তারা অতিক্রম করে। নবী করিম (সা) বলেন, 'এ মীকাতগুলো সেখানকার লোকদের জন্য এবং হজ্জ্ব ও ওমরাহের নিয়তে যারা তা অতিক্রম করে– তাদের জন্য।' (বোখারী, মুসলিম)

জেদ্দা কোনো বহিরাগতদের মীকাত নয়, বরং তা জেদ্দাবাসীর মীকাত কিংবা যারা হজ্জ্ব ও ওমরাহর নিয়ত ছাড়া জেদ্দা আগমনের পর নতুন করে হজ্জ্ব ও ওমরাহের নিয়ত করে তাদের মীকাত। (শেখ আবদুল আযীয বিন বায র)

প্রশ্ন: আগে নিজ হজ্জ্ব আদায়কারী এক ব্যক্তি

www.pathagar.com

নিজের জন্য পুনরায় হজ্জ আদায়ের নিয়ত করার পর আরাফাতের ময়দানে এক নিকটাত্মীয়ের জন্য হজ্জের নিয়ত পরিবর্তন করতে চায়। এর হুকুম কী? এটা কি জায়েয আছে?

উত্তর: কোনো ব্যক্তি নিজের জন্য হজ্জের উদ্দেশ্যে এহরাম বাধাঁর পর রাস্তায়, আরাফায় কিংবা অন্য কোনো জায়গায় তা পরিবর্তন করতে পারে না। বরং তার কর্তব্য হলো, নিজের জন্য হজ্জ আদায় করা, নিজ পিতা-মাতা বা অন্য কারো জন্য তা পরিবর্তন করতে পারবে না। কেননা আল্লাহ বলেন,

وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ.

'তোমরা আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে হজ্জ ও ওমরাহ পূর্ণ করো।' (সূরা আল-বাকারা : ১৯৬)

www.pathagar.com

নিজের জন্য এহরাম বাঁধলে তা পূর্ণ করা ফরয। অনুরূপ অন্যের জন্য এহরাম বাঁধলে তাও পূর্ণ করা ফরয। এহরামের পর তা পরিবর্তন করা যায় না, যদিও আগে নিজের জন্য হজ্জ্ব করে থাকে।

প্রশ্ন: আমি ছোট থাকতে মা মারা যায়। তার বদলী হজ্জ্বের জন্য একজন নির্ভরযোগ্য লোককে টাকা দেয়া হয়। আমার বাবা মারা যায়। তাদের কারো কথা আমার মনে নেই। আমার এক আত্মীয়ের কাছে শুনেছি, তিনি হজ্জ্ব করেছেন। এখন আমি আমারই মায়ের বদলী হজ্জ্বের জন্য পুনরায় কাউকে নিয়োজিত করতে পারি কি, নাকি আমারই তাদের দু'জনের বদলী হজ্জ্ব করা জরুরী?

উত্তর: আপনি নিজে তাদের পক্ষ থেকে শরীয়ত সম্মত উপায়ে পরিপূর্ণ হজ্জ্ব করতে পারলে সেটাই

www.pathagar.com

উত্তম। আর যদি দ্বীনদার আমানতদার কাউকে বদলী হজ্জের জন্য নিয়োগ করেন, সেটাও জায়েয।

তবে উত্তম হলো, আপনি তাদের পক্ষ থেকে হজ্জ ও ওমরাহ দু'টোই আদায় করবেন। যিনি বদলী হজ্জ করবেন তাকেও হজ্জ-ওমরাহ দু'টোরই নির্দেশ দেবেন। এটা মাতা-পিতার প্রতি আপনার দয়া ও অনুরাগ হবে। (শেখ আবদুল আযীয বিন বায র)

প্রশ্ন: এক মহিলা জামরায় কংকর নিক্ষেপ ছাড়া হজ্জের সকল হুকুম পালন করেছে। ছোট শিশুর কারণে কংকর নিক্ষেপের দায়িত্ব অন্য একজনকে দিয়েছে। উল্লেখ্য যে এটা তার ফরয হজ্জ। এর মাসয়ালা কী?

www.pathagar.com

উত্তর: এতে কোনো অসুবিধে নেই। কংকর নিক্ষেপের সময় অতিরিক্ত ভীড়ের কারণে নারী ও ছোট শিশুর ক্ষতির আশংকায় অন্যকে কংকর নিক্ষেপের দায়িত্ব দেয়া জায়েয। (শেখ আবদুল আযীয বিন বায র)

প্রশ্ন: কোনো জীবিত ব্যক্তি কি অন্য আরেকজনকে হজ্জের অসিয়ত করতে পারে?

উত্তর: যদি হজ্জের অসিয়তকারী কিংবা বদলী হজ্জের জন্য নিয়োগকৃত ব্যক্তি দুরারোগ্য ব্যাধিতে আক্রান্ত হয়, তাহলে এতে কোনো অসুবিধা নেই। নবী (সা) থেকে বর্ণিত আছে। এক ব্যক্তি তাঁকে বললো যে, তার পিতা হজ্জ কিংবা সফর করতে সক্ষম নন। তিনি বলেন,

www.pathagar.com

حُجَّ عَنْ أَبِيْكَ وَاعْتَمِرْ.

'তুমি তোমার বাবার পক্ষ থেকে তার জন্য হজ্জ্ব ও ওমরাহ করো।'

এছাড়াও খাসআমিয়া বংশের এক নারী বললো যে, হে আল্লাহর রাসূল, আমার বাবার উপর হজ্জ্ব ফরয, কিন্তু তিনি তা করতে সক্ষম নন। জবাবে নবী করিম (সা) বলেন,

حُجِّيْ عَنْ أَبِيْكِ.

'তুমি তোমার বাবার পক্ষ থেকে হজ্জ্ব করো।' (শেখ আবদুল আযীয বিন বায র)

প্রশ্ন: কেউ হজ্জ্বের অসিয়ত করা ছাড়া মারা গেলে এবং তার পক্ষ থেকে তার ছেলে হজ্জ্ব আদায় করলে কি বাবার ফরয আদায় হবে?

www.pathagar.com

উত্তর: কেউ নিজের হজ্জ্ব আদায়ের পর নিজ পিতার হজ্জ্ব আদায় করলে পিতার হজ্জ্ব আদায় হয়ে যাবে। অন্য কোনো মুসলিমও যদি নিজের হজ্জ্ব আদায়ের পর উক্ত পিতার হজ্জ্ব আদায় করে, তাহলেও আদায় হবে। এ মর্মে বোখারী ও মুসলিম শরীফে ইবনে আব্বাস থেকে বর্ণিত আছে। এক মহিলা নবী (সা) কে বললো, হে আল্লাহর রাসূল, আমার পিতার উপর হজ্জ্ব ফরয। কিন্তু বার্ধক্যের কারণে তিনি হজ্জ্ব ও সফর করতে সক্ষম নন। তখন নবী (সা) বলেন,

نَعَمْ حُجِّي عَنْهُ.

'হ্যাঁ, তার পক্ষ থেকে তুমি হজ্জ্ব আদায় করো।'
(শেখ আবদুল আযীয বিন বায র)

www.pathagar.com

প্রশ্ন: তাওয়াফে এফাদার (ফরয তাওয়াফ) আগে কি হাজী সাঈ করতে পারে?

উত্তর: যদি হাজী হজ্জে এফরাদ বা কেরান করেন, তাহলে তাওয়াফে এফাদার আগে সাঈ করতে পারবেন। অর্থাৎ তিনি তাওয়াফে কুদুমের পরে সাঈ করে নেবেন। কোরবানীর পশু সাথে আনয়নকারী সাহাবায়ে কেরাম এবং নবী (সা) অনুরূপ করেছেন।

আর যদি হাজী হজ্জে তামাত্তু করেন, তাহলে তার উপর দু'বার সাঈ জরুরী। প্রথমবার, তিনি যখন মক্কায় পৌঁছবেন তখন ওমরাহর জন্য সাঈ করবেন দ্বিতীয়বার, হজ্জের জন্য সাঈ করবেন। তবে তাওয়াফে এফাদার পরে করা উত্তম। কেননা, তাওয়াফের পর সাঈ'র পালা। তবে কেউ

www.pathagar.com

যদি তাওয়াফে যিয়ারতের আগে সাঈ করে ফেলে, তাহলে অগ্রাধিকারযোগ্য মত অনুযায়ী কোনো অসুবিধা নেই। কেননা, নবী (সা) কে জিজ্ঞেস করা হয়েছিলো, 'আমি তাওয়াফের আগে সাঈ করেছি।' তিনি বলেন, 'কোনো অসুবিধা নেই।'

ঈদের দিন হাজী সাহেবকে ধারাবাহিকভাবে পাঁচটি কাজ করতে হবে।

১. জামরাহ আকাবায় কংকর নিক্ষেপ

২. কোরবানী

৩. মাথার চুল মুণ্ডন বা ছোট করা

৪. কাবার তাওয়াফ করা

৫. সাফা-মারওয়ায় সাঈ করা

তবে, এফরাদ ও কেরানকারীরা তাওয়াফে

www.pathagar.com

কুদুমের পরে অগ্রিম সাঈ করায় তাদেরকে এখন সাঈ করতে হবে না। উপরে উল্লেখিত ধারাবাহিকতা রক্ষা করা উত্তম। তবে কোনোটাকে আগে-পিছে করলে এবং প্রয়োজন দেখা দিলে, তাতে কোনো অসুবিধা নেই। এটা হলো আল্লাহর রহমত এবং হজ্জের সহজীকরণ। (শেখ মোহাম্মদ বিন ওসাইমিন র)

প্রশ্ন: নিজের জন্য ওমরাহ করার পর ছেলের জন্য ওমরাহ করা এবং মক্কায় তানঈম থেকে নিজ বাবার জন্য পুনরায় এহরাম বেঁধে ওমরাহ করা বিশুদ্ধ, নাকি তাকে তার আসল মীকাতে ফিরে যেতে হবে?

উত্তর: নিজের জন্য ওমরাহ করে হালাল হয়ে যাবার পর নিজ মৃত বা অক্ষম পিতার জন্য

www.pathagar.com

ওমরাহর নিয়ত করলে, আপনাকে তানঈমের মতো হারাম এলাকার বাইরে গিয়ে ওমরাহর এহরাম বাঁধতে হবে। এজন্য আপনার আসল মীকাত পর্যন্ত সফরের প্রয়োজন নেই। (স্থায়ী গবেষণা ও ফতোয়া কমিটি)

প্রশ্ন: এহরামের নিয়ত ছাড়া অন্য কোনো নিয়ত মুখে উচ্চারণ জায়েয নেই। শুধু নবী (সা) থেকে এহরামের নিয়তের উচ্চারণ প্রমাণিত। নামায ও তাওয়াফের নিয়ত যেমন, 'আমি এই নামায পড়ার নিয়ত করলাম, কিংবা 'এতো চক্কর তাওয়াফের নিয়ত করলাম' ইত্যাদি উচ্চারণ বৈধ নয় বরং তা বিদআত। নিয়তের প্রকাশ মন্দ ও কঠিন গুনাহ। যদি মুখে নিয়ত উচ্চারণ বৈধ হতো, তাহলে নবী (সা) তা বর্ণনা করতেন,

www.pathagar.com

নিজ কথা ও কাজ দ্বারা উম্মাহর জন্য পরিষ্কার করে যেতেন এবং উম্মাহর নেক পূর্বসূরীরা তা সকলের আগে করতেন। যেহেতু তা নবী (সা) এবং সাহাবায়ে কেরাম থেকে বর্ণিত নেই, সেহেতু তা বিদআত। বিদআত সম্পর্কে নবী (সা) বলেন,

وَشَرَّ الْأُمُوْرِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ.

'দ্বীনের মধ্যে নতুন বিষয় মন্দ জিনিস এবং প্রত্যেক বিদআতই (নতুন বিষয়) গোমরাহী।' (মুসলিম)

مَنْ اَحْدَثَ فِىْ أَمْرِنَا هٰذَا مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ رَدٌّ.

'যে ব্যক্তি আমাদের দ্বীনের মধ্যে নেই এমন নতুন বিষয় যোগ করে, তা বাতিল।' (বোখারী ও মুসলিম)

www.pathagar.com

مَنْ عَمِلَ عَمَلاً لَيْسَ عَلَيْهِ اَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ.

'যে ব্যক্তি এমন কোনো কাজ করে যার উপর আমাদের দ্বীন প্রতিষ্ঠিত নেই, তা বাতিল।' (মুসলিম) (শেখ আবদুল আযীয বিন বায র)

প্রশ্ন: মক্কা থেকে সরাসরি দেশে প্রত্যাবর্তনের সময় তাওয়াফে এফাদার সাথে বিদায় তাওয়াফও করা যাবে কি?

উত্তর: এতে কোনো অসুবিধা নেই। কোনো লোক যদি কংকর নিক্ষেপের পর এবং হজ্জের সকল কাজ শেষ করে সফরের আগ পর্যন্ত তাওয়াফে এফাদা বিলম্বিত করে, তাহলে তার তাওয়াফে এফাদা বিদায়ী তাওয়াফের জন্য যথেষ্ট হবে। আর যদি তাওয়াফে এফাদা ও বিদায়ী তাওয়াফ দু'টোই করে, তাহলে সেটা সোনায় সোহাগা।

www.pathagar.com

তবে বিদায়ী তাওয়াফের নিয়তে একটি তাওয়াফের নিয়ত কিংবা উভয় তাওয়াফের নিয়তে একটি তাওয়াফের নিয়ত করা জায়েয। (শেখ আবদুল আযীয বিন বায র)

প্রশ্ন: আমি জেদ্দার অধিবাসী এবং সাতবার হজ্জ্ব করেছি। কিন্তু বিদায়ী তাওয়াফ করিনি। কেননা, কেউ কেউ বলেন, জেদ্দাবাসীর বিদায়ী তাওয়াফ নেই। আমার হজ্জ্ব কি শুদ্ধ হয়েছে?

উত্তর: জেদ্দা ও তায়েফবাসীসহ এ জাতীয় লোকদের জন্য হজ্জ্ব শেষে বিদায়ী তাওয়াফ ওয়াজিব। কেননা নবী (সা) হাজীদের উদ্দেশ্যে বলেন,

لَا يَنْفِرَنَّ اَحَدٌ مِّنْكُمْ حَتّٰى يَكُوْنَ اٰخِرُ عَهْدِهِ بِالْبَيْتِ.

www.pathagar.com

'বাহতুল্লাহর বিদায়ী তাওয়াফ ছাড়া কেউ যেন মক্কা ত্যাগ না করে।

বোখারী ও মুসলিম শরীফে ইবনে আব্বাস থেকে বর্ণিত আছে। নবী (সা) লোকদেরকে কাবার বিদায়ী তাওয়াফের নির্দেশ দিয়েছেন। তবে তা থেকে তিনি ঋতুবতী মহিলাদেরকে ব্যতিক্রম ঘোষণা করেছেন। যে ব্যক্তি বিদায়ী তাওয়াফ না করে তাকে দম দিতে হবে। উট ও গরুতে সাত ভাগের এক ভাগ, আর ভেড়া, বকরী ও দুম্বা হলে একটি। তা মক্কায় যবেহ করে হারাম সীমানার ফকীর-গরীবদের মধ্যে বিলি করে দিতে হবে এবং ভবিষ্যতে অনুরূপ না করার জন্য মজবুত তাওবা-এস্তেগফার করতে হবে। (শেখ আবদুল আযীয বিন বায র)

www.pathagar.com

প্রশ্ন: এক ব্যক্তি তাওয়াফের পঞ্চম চক্করে থাকা অবস্থায় এবং চক্কর সম্পন্ন করার আগেই নামাযের একামত দেয়ায় তিনি নামায পড়ে পুনরায় তাওয়াফ শুরুর প্রস্তুতি নেন। এখন কি তিনি পঞ্চম চক্কর যেখানে শেষ করেছেন সেখান থেকে শুরু করবেন, নাকি পঞ্চম চক্কর বাতিল হয়ে যাবে এবং নতুন করে হাজারে আসওয়াদ থেকে পঞ্চম চক্কর শুরু করবেন?

উত্তর: এ অবস্থায় পঞ্চম চক্কর বাতিল হবে না। বরং সেখান থেকে পুনরায় শুরু করবেন, যেখান থেকে তিনি নামাযে শরীক হয়েছেন। (স্থায়ী গবেষণা ও ফতোয়া কমিটি)

প্রশ্ন: আমরা অষ্ট্রেলিয়ায় বাস করি। অষ্ট্রেলিয়ার একটি বড় দল ফরয হজ্জ্ব করার ইচ্ছে করছে।

www.pathagar.com

আমরা সিডনী থেকে রওয়ানার পর প্রথম বিমান বন্দর জেদ্দা, আবুধাবী বা বাহরাইনের যে কোনোটাতে অবতরণ করতে পারি। আমাদের এহরামের মীকাত সিডনী না অন্য কোন্‌টি?

উত্তর: সিডনী, আবুধাবী ও বাহরাইন কোনোটিই হজ্জ ও ওমরাহর মীকাত নয়। জেদ্দা আপনার জন্য নয় বরং জেদ্দাবাসীর মীকাত। আপনারা মক্কার উদ্দেশ্যে রওনা দেয়ার পর প্রথম যে মীকাত অতিক্রম করবেন সেটিই আপনাদের মীকাত। নবী (সা) মীকাত নির্ধারণ করে বলেছেন, 'এগুলো এখানকার অধিবাসী এবং অন্য যারা হজ্জ ও ওমরাহর উদ্দেশ্যে এপথ অতিক্রম করবে, তাদের জন্য।' আপনারা মীকাতে পৌছার আগে এয়ার হোস্টেজকে জিজ্ঞেস করতে পারেন।

www.pathagar.com

তবে বিনা এহরামে মীকাত অতিক্রমের আশংকায় আপনারা যদি মীকাতের আগেই এহরাম বাঁধেন ও তালবিয়া পাঠ করেন তাও জায়েয। যে কোনো স্থানে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা অর্জন, গোসল ও এহরামের কাপড় পরে প্রস্তুতি নেয়া জায়েয। (স্থায়ী গবেষণা ও ফতোয়া কমিটি)

প্রশ্ন: যে ব্যক্তি হজ্জ্ব করলো কিংবা হজ্জ্ব ও ওমরাহ সহকারে কেরান হজ্জ্ব করলো, কিন্তু কোরবানী দিলো না, কাফ্ফারা হিসেবে মিসকীন খাওয়ালো না কিংবা রোযাও রাখলো না অথচ ইতোমধ্যে সে মক্কা ত্যাগ করেছে এবং হজ্জ্বও শেষ হয়ে গেছে। সে মসজিদে হারাম ও পবিত্র স্থানসমূহ থেকে দূরে চলে গেছে, এ ব্যক্তির হুকুম কী?

www.pathagar.com

উত্তর: কেরান হজ্জের কারণে মক্কায় তার উপর কোরবানীর জন্য উপযুক্ত পশু কোরবানী ওয়াজিব। হয় নিজে করবে, না হয় নির্ভরযোগ্য কাউকে দায়িত্ব দেবে। গোশত ফকীর-মিসকীনের মধ্যে বিলি করবে, কাউকে উপহার দিতে পারবে এবং নিজেও খেতে পারবে। কোরবানী দিতে অক্ষম হলে ১০ দিন রোযা রাখবে। (স্থায়ী গবেষণা ও ফতোয়া কমিটি)

প্রশ্ন: হাজী তাওয়াফে এফাদা ও বিদায়ী তাওয়াফ ছাড়া সকল হুকুমগুলো সম্পন্ন করেছে। হজ্জের শেষ দিন অর্থাৎ আইয়ামে তাশরীকের দ্বিতীয় দিন ১২ই যিলহজ্জে তাওয়াফে এফাদা করেছে এবং বিদায়ী তাওয়াফ করেনি। কেননা, এতেই নাকি চলবে। অপরদিকে তিনি মক্কার অধিবাসী নন, বরং সৌদি আরবের অন্য শহরের বাসিন্দা। তার হুকুম কী?

www.pathagar.com

উত্তর: যদি বিষয়টি এরূপই হয় এবং তিনি যদি তাওয়াফে এফাদার পর পরই সফর করেন এবং ইতোপূর্বে জামরায় কংকর নিক্ষেপ শেষ করেছেন তাহলে তাওয়াফে এফাদায় বিদায়ী তাওয়াফের জন্য যথেষ্ট হবে। (স্থায়ী গবেষণা...)

প্রশ্ন: আমি এফরাদ হজ্জ্ব করেছি এবং আরাফায় যাওয়ার আগে তাওয়াফ ও সাঈ করেছি। এখন আমাকে কি তাওয়াফে এফাদা ও সাঈ দু'টোই করতে হবে?

উত্তর: হজ্জ্বে এফরাদ ও কেরান হজ্জ্বের নিয়তে মক্কায় পৌঁছে তাওয়াফ ও সাঈ করে এহরাম অবস্থায় থেকে গেলে এবং হালাল না হলে, আগের সাঈই যথেষ্ট, এছাড়া ঈদের দিন বা পরে তাওয়াফ করলে তাওয়াফে এফাদাই যথেষ্ট, যদি

www.pathagar.com

ঈদের দিন পর্যন্ত এহরাম থেকে হালাল না হয়ে থাকে। সাথে কোরবানীর পশু আনলে কোরবানীর দিন হজ্জ্ব ও ওমরাহ শেষ করার আগ পর্যন্ত হালাল হওয়া যাবে না। প্রথমে যে সাঈ করেছে সেটাই যথেষ্ট হবে, চাই সাথে কোরবানীর পশু আনুক বা না আনুক। তবে দ্বিতীয়বার সাঈ করতে হয় তামাত্তু হজ্জ্বকারীর, যিনি ওমরাহর জন্য এহরাম করেছেন এবং তাওয়াফ ও সাঈ করে হালাল হয়ে গেছেন। পুনরায় হজ্জ্বের জন্য এহরাম করেছেন, তাই তাকে হজ্জ্বের জন্য দ্বিতীয়বার সাঈ করতে হবে। (স্থায়ী গবেষণা ও ফতোয়া কমিটি)

প্রশ্ন: যে ব্যক্তি হজ্জ্ব ও ওমরাহর ইচ্ছা ছাড়া মক্কায় উদ্দেশ্যে রওনা করেন, তার হুকুম কী?

www.pathagar.com

উত্তর: যে ব্যক্তি হজ্জ্ব ও ওমরাহর ইচ্ছা ছাড়া কোনো কাজের জন্য মক্কা আসে, যেমন ব্যবসায়ী, কর্মচারী, পিয়ন ও ড্রাইভার ইত্যাদি, এতে কোনো অসুবিধে নেই; যদি হজ্জ্ব বা ওমরাহর আগ্রহ না থাকে। এক বিশুদ্ধ হাদীসে এসেছে, নবী (সা) মীকাত নির্দিষ্ট করার সময় বলেন, 'এগুলো সেখানকার বাসিন্দাসহ অন্য যারা হজ্জ্ব ও ওমরাহ আদায়ের উদ্দেশ্যে অতিক্রম করে তাদের জন্য।

এর দ্বারা বোঝা যায়, যে ব্যক্তি এসকল মীকাত অতিক্রম করে কিন্তু হজ্জ্ব ও ওমরাহর ইচ্ছা পোষণ করে না তাদের জন্য এহরাম জরুরী নয়। এটা বান্দার প্রতি আল্লাহর রহমত ও সহজীকরণের ফল। (কিতাবুত তাহকীক ওয়ালঈদাহ-শেখ আবদুল আযীয বিন বায র)

www.pathagar.com

প্রশ্ন: তামাত্তু ও কেরান হজ্জ্বকারী কোরবানী দিতে অক্ষম হলে কী করবে?

উত্তর: তারা হজ্জ্বের আগে তিনটি ও দেশে ফেরার পর বাকী সাতটি রোযা রাখবে। তিন রোযা, হয় কোরবানীর ঈদের আগে কিংবা আইয়ামে তাশরীকের তিন দিনের মধ্যে রাখবে। এ মর্মে আল্লাহ বলেন,

وَاَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلّٰهِ ط فَاِنْ اُحْصِرْتُمْ
فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ ج وَلَا تَحْلِقُوْا
رُءُوْسَكُمْ حَتّٰى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهٗ ط فَمَنْ
كَانَ مِنْكُمْ مَّرِيْضًا اَوْ بِهٖٓ اَذًى مِّنْ رَّاْسِهٖ
فَفِدْيَةٌ مِّنْ صِيَامٍ اَوْصَدَقَةٍ اَوْنُسُكٍ ج فَاِذَآ

www.pathagar.com

اَمِنْتُمْ وقفه فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ اِلَى الْحَجِّ
فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ ج فَمَنْ لَّمْ يَجِدْ
فَصِيَامُ ثَلٰثَةِ اَيَّامٍ فِى الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ اِذَا
رَجَعْتُمْ ط تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ ط ذٰلِكَ لِمَنْ لَّمْ
يَكُنْ اَهْلُهٗ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ط وَاتَّقُوا
اللّٰهَ وَاعْلَمُوْٓا اَنَّ اللّٰهَ شَدِيْدُ الْعِقَابِ ع

‘আর তোমরা আল্লাহর উদ্দেশ্যে হজ্জ্ব ও ওমরাহ পরিপূর্ণভাবে পালন করো। যদি তোমরা বাধাপ্রাপ্ত হও তাহলে দমের জন্য যা কিছু সহজ ও সম্ভব, তাই তোমাদের উপর করণীয়। আর তোমরা ততোক্ষণ পর্যন্ত মাথা মুণ্ডন করবে না, যতোক্ষণ

www.pathagar.com

না কোরবানী যথাস্থানে (হারাম সীমানায় ভেতরে) পৌঁছে যায়। তোমাদের মধ্যে যারা অসুস্থ হয়ে পড়ে কিংবা মাথায় যদি কোনো কষ্ট থাকে, তাহলে তার পরিবর্তে তিনটি রোযা রাখবে কিংবা সদাকা করবে (ছয় জন মিসকিনকে মাথাপিছু অর্ধ সা গম দেয়া) অথবা দম দেবে। আর তোমরা নিরাপদ হলে এবং তোমাদের মধ্যে যারা হজ্জ্ব ও ওমরাহ একই সাথে পালন করতে চাও, তবে যা কিছু সহজলভ্য তা দিয়ে কোরবানী করা তার জন্য কর্তব্য। যে কোরবানী করতে সক্ষম নয়, সে হজ্জ্বের দিনগুলোতে তিনটি রোযা রাখবে। আর দেশে ফিরে যাবার পর সাতটি রোযা রাখবে। এভাবে মোট ১০টি রোযা পূর্ণ হবে। এ নির্দেশ তাদের জন্য যাদের পরিবার মসজিদে হারামের আশেপাশে বসবাস করে না।

www.pathagar.com

আর আল্লাহকে ভয় করো। জেনে রাখো নিশ্চয় আল্লাহর আযাব বড়ই কঠিন। (সূরা বাকারা-১৯৬)

বোখারী শরীফে আয়েশা (রা) ও ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত আছে। তাঁরা বলেন, কোরবানী দিতে অক্ষমদেরকেই কেবল আইয়ামে তাশরীকের দিনগুলোতে রোযা রাখার অনুমতি দেয়া হয়েছে। তবে উত্তম হলো আরাফা দিবসের আগেই তিন দিন রোযা রাখা যেন আরাফার দিন রোযা রাখতে না হয়। কেননা নবী (সা) নিজেও আরাফার দিন রোযা রাখেননি এবং যারা অকুফ করেন তাদেরকে রোযা রাখতে নিষেধ করেছেন। উপরে উল্লেখিত তিনটি রোযা একাধারেও রাখা যায় এবং ভেঙে রাখা যায়। পরের সাতটি রোযার নিয়মও তাই। একাধারে রাখা জরুরী নয়। আল্লাহ সাতটি রোযার কথা বলেছেন। একাধারে রাখার কথা বলেননি।

www.pathagar.com

কোরবানীর পশু নিজের পক্ষ থেকে যবাই করার জন্য মানুষের কাছে হাত পাতা অপেক্ষা লোকদের রোযা রাখাই উত্তম। (কিতাবুত তাহকীক ওয়ালঈদাহ-শেখ আবদুল আযীয বিন বায র)

প্রশ্ন: হজ্জের মাস ছাড়া যেমন অন্য সময়ে মীকাতে পৌছার হুকুম কী?

উত্তর: মীকাতে পৌছার পর দু'টো অবস্থা হবে :

প্রথমে, হজ্জের মাস ছাড়া যেমন- রমাযান ও শাবানে মীকাতে পৌছলো। তখন তার জন্য সুন্নাত হলো, ওমরাহর এহরাম বাঁধা, মনে নিয়ত করা ও মুখে উচ্চারণ করা যে, 'লাব্বাইকা ওমরাহ' অথবা আল্লাহুম্মা লাব্বাইকা ওমরাহ'।

বায়তুল্লায় পৌছা পর্যন্ত অধিক হারে তালবিয়া পাঠ করা। পৌছে গেলে তালবিয়া পাঠ করা বন্ধ করতে হবে।

www.pathagar.com

তারপর সাত চক্কর সাঈ করবে, মাকামে ইবরাহীমের পেছনে দু'রাকাত নামায পড়বে। তারপর সাফা-মারওয়ায় সাত চক্কর তাওয়াফ করবে। এরপর মাথার চুল মুণ্ডন বা ছোট করবে। এখন ওমরাহ পূর্ণ হয়ে গেলো এবং এহরামের মাধ্যমে যা যা হারাম ছিলো সব হালাল হয়ে গেলো।

দ্বিতীয়ত, হজ্জের মাসে মীকাতে পৌঁছলো, যেমন-শাওয়াল, যুলক্ব'দা ও যুলহিজ্জার প্রথম ১০ দিন। এ অবস্থায় তার সামনে তিন ধরনের করণীয় অছে। শুধু ওমরাহ করা কিংবা হজ্জ ও ওমরাহ এক সাথে করা। কেননা, বিদায় হজ্জের যুলক্ব'দা মাসে নবী (সা) যখন মীকাতে পৌঁছলেন, তখন তিনি সাহাবায়ে কেরামকে এ তিন ধরনের এখতিয়ার দিয়েছেন। তবে সাথে

www.pathagar.com

কোরবানীর পশু না থাকলে সুন্নাত হচ্ছে, ওমরাহর এহরাম বাঁধা এবং হজ্জ্ব মওসুম ছাড়া মীকাতে পৌঁছলে যা করতে হয় তা করা। নবী (সা) মক্কায় নিকটবর্তী হলে সাহাবায়ে কেরামকে ওমরাহর এহরামের নির্দেশ দেন এবং এর উপর গুরুত্ব আরোপ করেন। (কিতাবুত তাহকীক ওয়ালঈদাহ-শেখ আবদুল আযীয বিন বায র)

প্রশ্ন: আমার মা বৃদ্ধা, কিন্তু তিনি হজ্জ্ব করতে চান। দেশে তার মুহরেম পুরুষ নেই। মুহরেম ব্যক্তির জন্য বিরাট অংকের অর্থের প্রয়োজন। এ অবস্থায় কী করণীয়?

উত্তর: তার হজ্জ্ব পালন করা জরুরী নয়। নারী যুবতী বা বৃদ্ধ যা-ই হোকনা কেন, মুহরেম ছাড়া হজ্জ্ব করা জায়েয নেই। মুহরেম পেলে হজ্জ্ব করবে। তিনি হজ্জ্ব না করে মারা গেলে, তার

www.pathagar.com

সম্পদ দ্বারা বদলী হজ্জ্ব করাতে হবে। কেউ তার হজ্জ্বের জন্য অর্থ সাহায্য দিলে দিতে পারে। সেটা ভালো। (শেখ আবদুল আযীয বিন বায র)

প্রশ্ন: জামরায় কংকর মারার জন্য কখন অন্যকে দায়িত্ব দেয়া যায়? দায়িত্ব দেয়া যায় না-এমন বিশেষ কোনো দিন আছে?

উত্তর: সকল জামরায় কংকর নিক্ষেপের জন্য অন্যকে যারা দায়িত্ব দিতে পারবে তারা হলো: কংকর নিক্ষেপে অক্ষম সুস্থ ব্যক্তি, গর্ভবতী নারীর জীবন নাশের আশংকা থাকলে, দুগ্ধদানকারী নারী যে অন্যের কাছে সন্তান রাখতে পারছে না এবং বৃদ্ধ পুরুষ ও বৃদ্ধা নারী যারা কংকর নিক্ষেপে অক্ষম। শিশুর অভিভাবকেরা তাদের পক্ষ থেকে কংকর নিক্ষেপ করবে। যাকে কংকর নিক্ষেপের দায়িত্ব দেয়া হয়েছে, তিনি একই সময়ে প্রত্যেক

www.pathagar.com

জামরাহ নিজের ও অন্যের কংকর মারবেন। প্রথমে নিজেরটা ও পরে অন্যেরটি নিক্ষেপ করবেন। তবে নফল হজ্জ্বকারী হলে প্রথমে নিজেরটা মারা জরুরী নয়। হাজী ছাড়া অন্য কাউকে কংকর নিক্ষেপের দায়িত্ব দেয়া যাবে না এবং তার জন্য অন্য হাজীর কংকর মারা জায়েয নেই। (শেখ আবদুল আযীয বিন বায র)

প্রশ্ন: মহিলারা কি মাসিক ঋতু বন্ধের জন্য কিংবা হজ্জ্বের সময় তা বিলম্বিত করার জন্য টেবলেট সেবন করতে পারে?

উত্তর: মহিলারা হজ্জ্বের সময় কিংবা রমাযানে সকলের সাথে রোযা রাখার জন্য ঋতু বিলম্বিত করার লক্ষ্যে টেবলেট সেবন করতে পারে। তবে এজন্য স্বাস্থ্যের হেফাযতের উদ্দেশ্যে বিশেষজ্ঞ ডাক্তারের পরামর্শ নিতে হবে।

www.pathagar.com

প্রশ্ন: আমি অজ্ঞতাবশতঃ ওমরাহর সময় নেকাব পরেছি। আমি জানতাম না যে, তা নাজায়েয। এর কাফ্ফারা কী?

উত্তর: নেকাব এহরামের মধ্যে নিষিদ্ধ। এজন্য দম দিতে হবে, কিংবা ছয় জন মিসকীনকে খাবার দিতে হবে অথবা তিনদিন রোযা রাখতে হবে। যারা জেনে করে এটা তাদের হুকুম। যারা জানে না কিংবা ভুল করে, তাদেরকে দম দিতে হবে না। দম হলো জ্ঞাতসারে ও ইচ্ছাকৃতভাবে করলে।

নির্বাচিত দু'আ

আল্লাহ বলেন, أُدْعُونِيٓ أَسْتَجِبْ لَكُمْ.

'তোমরা আমাকে ডাকো, আমি তা কবুল করবো।' (সূরা মুমিন, আয়াত-৬০)

www.pathagar.com

আরাফা দিবসের দু'আ

নবী (সা) বলেন, উত্তম দু'আ হচ্ছে আরাফা দিবসের দু'আ। আমি এবং আমার আগের আম্বিয়ায়ে কেরাম যে উত্তম দু'আটি পড়েছেন তা হলো :

لَآ إِلٰهَ إِلاَّ اللّٰهُ وَحْدَهُ لاَشَرِيْكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ.

'আল্লাহ ছাড়া কোনো সত্য মা'বুদ নেই, তিনি এক ও লা-শরীক। সাম্রাজ্য ও প্রশংসা তাঁরই। তিনিই জীবন ও মৃত্যু দেন। তিনি সকল কিছুর উপর শক্তিবান।'

রাসূলুল্লাহ (সা) থেকে সহীহ হাদীসে বর্ণিত আছে। তিনি বলেন, 'আল্লাহর কাছে চারটি কথা সর্বাধিক প্রিয়। সেগুলো হলো :

www.pathagar.com

سُبْحَانَ اللّٰهِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ وَلَآ إِلٰهَ إِلاَّ اللّٰهُ وَاللّٰهُ أَكْبَرُ.

এগুলো অধিক বিনয় ও মনোযোগ দিয়ে পড়া দরকার।

অনুরূপ, কোরআন-হাদীসে বর্ণিত দু'আ ও যিক্‌র সকল সময়, বিশেষ করে এই স্থানে ও এই মহান দিবসে অধিক হারে পড়া কর্তব্য। এজন্য ব্যাপক অর্থবোধক শব্দাবলি সম্পন্ন যিক্‌র ও দু'আ নির্বাচন করা চাই। যেমন :

سُبْحَانَ اللّٰهِ وَبِحَمْدِهِ سُبْحَانَ اللّٰهِ الْعَظِيْمِ لَآ إِلٰهَ إِلاَّ أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّىْ كُنْتُ مِنَ الظّٰلِمِيْنَ، لَآ إِلٰهَ إِلاَّ اللّٰهُ وَلَانَعْبُدُ إِلاَّ إِيَّاهُ،

www.pathagar.com

لَهُ النِّعْمَةُ وَلَهُ الْفَضْلُ وَلَهُ الثَّنَاءُ الْحَسَنُ لاَ إِلٰـهَ إِلاَّ اللّٰهُ مُخْلِصِيْنَ لَهُ الدِّيْنَ وَلَوْ كَرِهَ الْكٰفِرُوْنَ لاَحَوْلَ وَلاَقُوَّةَ إِلاَّ بِاللّٰهِ ـ رَبَّنَا اٰتِنَا فِى الدُّنْيَا حَسَنَةً وَّفِي الْاٰخِرَةِ حَسَنَةً وَّقِنَا عَذَابَ النَّارِ. (البقرة : ٢٠١)

'তোমাদের প্রভু বলেন: তোমরা আমাকে ডাকো, আমি ডাকে সাড়া দেবো। যারা আমার ইবাদত করতে অহংকার করে, তারা শীঘ্রই লাঞ্ছিত হয়ে জাহান্নামে প্রবেশ করবে।' (সূরা আল মোমেন-৬০)

রাসূলুল্লাহ বলেন, 'তোমাদের প্রভু চিরঞ্জীব ও

www.pathagar.com

সম্মানিত। বান্দা হাত তুললে তিনি তাকে খালি হাতে ফিরিয়ে দিতে লজ্জাবোধ করেন।'

রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন, কোনো ব্যক্তি যদি গুনাহ বা আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্নের বিষয় ছাড়া অন্য বিষয়ে আল্লাহর কাছে দু'আ করে, আল্লাহ তাকে তিনটার যে কোনো একটা দান করেন। হয় তার দু'আ দ্রুত কবুল করবেন, কিংবা তা তার আখেরাতের জন্য জমা রাখবেন অথবা এর বিনিময়ে অনুরূপ একটি মন্দ দূর করে দেবেন। সাহাবায়ে কেরাম বলেন, তাহলে আমরা বেশী বেশী দু'আ করবো। নবী (সা) বলেন, আল্লাহ আরও অধিক দেবেন।'

দু'আর আদব:

খালেস নিয়তে শুধু আল্লাহর উদ্দেশ্যে দু'আ করা।

আল্লাহর প্রশংসা ও গুণ বর্ণনা করে নবী (সা) এর

www.pathagar.com

উপর দরূদ পাঠ করে দু'আ করা। শেষ করার সময়ও আল্লাহর হামদ-ছানা এবং নবী (সা) এর উপর দরূদ পাঠ করা।

দৃঢ় বিশ্বাস সহকারে দু'আ করা এবং দু'আ কবুলের মজবুত বিশ্বাস পোষণ করা।

কাকুতি-মিনতি ও বিনয় সহকারে দু'আ করা এবং দু'আ কবুলের জন্য তাড়াহুড়া না করা।

গভীর মনোযোগ সহকারে দু'আ করা।

সুখ-দুঃখ উভয় অবস্থায় দু'আ করা।

এক আল্লাহ ছাড়া আর কারো কাছে না চাওয়া।

নিজ পরিবার, সন্তান, সম্পদ ও নিজের জন্য বদদু'আ না করা।

ক্ষীণ কণ্ঠ, প্রকাশ্যে এবং গোপনেও নয়, বরং এর মাঝামাঝি ওয়াজে দু'আ করা।

www.pathagar.com

গুনাহর স্বীকৃতির পর ক্ষমা চাওয়া এবং আল্লাহর নেয়ামতের কথা স্বীকার করে শুকরিয়া আদায় করা।

দু'আয় কোনো কৃত্রিমতা না করা।

নিরলসভাবে দু'আ করা, ভয় করা ও আশা পোষণ করা। যুলুমকৃত বিষয় ফেরত দিয়ে দু'আ করা।

তিনবার দু'আ করা।

কেবলামুখী হওয়া।

হাত তুলে দু'আ করা।

সম্ভব হলে দু'আর আগে অজু করা।

আল্লাহর সাথে আদব রক্ষা করে দু'আ করা। নবী (সা) বলেছেন, 'দু'আই হচ্ছে ইবাদত।'

প্রথমে নিজের জন্য দু'আ করে পরে অন্যের জন্য দু'আ করা। যেমন, এভাবে বলা : 'হে আল্লাহ, আমাকে ও অমুককে ক্ষমা করুন।'

www.pathagar.com

আল্লাহর নেক নামসমূহের উসিলায় কিংবা নিজে কোনো নেক কাজ করে থাকলে তার উসিলায় অথবা জীবিত কোনো লোকের মাধ্যমে দু'আ করা যায়।

পানাহার ও পোশাক হালাল হতে হবে।

গুনাহ কিংবা আত্মীয়তা ছিন্নের দু'আ করা যাবে না।

দু'আকারীকে সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজের প্রতিরোধ করতে হবে এবং গুনাহ থেকে বেঁচে থাকতে হবে।

দু'আ কবুলের সময়:

গভীর রাতে

প্রত্যেক নামাযের শেষে

আযান ও ইকামতের মাঝখানে

www.pathagar.com

রাতের শেষ তৃতীয়াংশে

ফজর নামাযের আযানের সময়

বৃষ্টির সময়

শুক্রবার বিকেলে

যথাযথ নিয়তসহ যমযমের পানি পানের সময়

সাজদায়

অপর মুসলিম ভাইয়ের জন্য দু'আ

আরাফা দিবসের দু'আ

মুসলমানদের দ্বীনি মজলিসের দু'আ

সন্তানের জন্য পিতার দু'আ। বদদু'আও কবুল হয়।

মুসাফিরের দু'আ

মা-বাবার জন্য নেক সন্তানের দু'আ

অজু শেষে হাদীসে বর্ণিত দু'আ

www.pathagar.com

ছোট জামরায় কংকর নিক্ষেপের পর দু'আ করা।

মধ্য জামরায় কংকর নিক্ষেপের পর দু'আ করা

কাবা শরীফের ভেতরে দু'আ। হাতীম কাবার অংশ। তাই তাতে দু'আ ও নামায কাবার ভেতরে দু'আ ও নামাযের মধ্যে গণ্য।

সাফা পাহাড়ে দু'আ করা

মোযদালেফায় মাশ'আরে হারামে দু'আ করা।

নিঃসন্দেহে মোমেন ব্যক্তি সর্বাবস্থায় ও সকল জায়গায় দু'আ করবে। আল্লাহ বান্দার নিকটে তিনি বলেন, আপনাকে তারা আমার সম্পর্কে জিজ্ঞেস করে। নিশ্চয়ই আমি তাদের নিকটে। আমার কাছে কেউ দু'আ করলে আমি সাড়া দেই। তাদের উচিৎ দু'আ করা ও আমার উপর ঈমান আনা। আশা করা যায় তারা সঠিক পথের

www.pathagar.com

সন্ধান পাবে। তবে উপরে উল্লেখিত সময়, স্থান ও অবস্থা দু'আর জন্য অধিক গুরুত্বপূর্ণ।

আরাফাতের উপযুক্ত বা সহজসাধ্য দু'আ

নিম্নোক্ত দু'আগুলো আরাফাত, মাশ'আরে হারাম (মোযদালেফা) ও অন্যান্য স্থানে পড়া যায়।

اَللّٰهُمَّ إِنِّىْ أَسْأَلُكَ الْعَفْوَ وَالْعَافِيَةَ فِىْ دِيْنِىْ وَدُنْيَاىَ وَأَهْلِىْ وَمَالِىْ. اَللّٰهُمَّ اسْتُرْ عَوْرَاتِىْ وَأٰمِنْ رَوْعَاتِىْ اَللّٰهُمَّ احْفَظْنِىْ مِنْ بَيْنِ يَدَىَّ وَمِنْ خَلْفِىْ وَعَنْ يَمِيْنِىْ وَعَنْ شِمَالِىْ وَمِنْ فَوْقِىْ وَأَعُوْذُ بِعَظَمَتِكَ أَنْ أُغْتَالَ مِنْ تَحْتِىْ.

www.pathagar.com

'হে আল্লাহ, 'আমি আপনার কাছে ক্ষমা এবং দ্বীন-দুনিয়া, পরিবার-পরিজন ও সম্পদের সুস্থতা ও নিরাপত্তা চাই। হে আল্লাহ, আমার গোপন বিষয় গোপন রাখুন এবং ভয়-ভীতি থেকে নিরাপত্তা দিন। হে আল্লাহ, আমাকে আমার সামনে ও পেছনে, ডানে ও বামে ও উপরে হেফাযত করুন এবং নীচু থেকে হত্যার বিরুদ্ধে আপনার মহত্ত্ব ও শ্রেষ্ঠত্বের পানাহ চাই।'

اَللّٰهُمَّ عَافِنِىْ فِىْ بَدَنِىْ، اَللّٰهُمَّ عَافِنِىْ فِىْ سَمْعِىْ، اَللّٰهُمَّ عَافِنِىْ فِىْ بَصَرِىْ. لاَ إِلٰهَ إِلاَّ اللّٰهُ، اَللّٰهُمَّ إِنِّىْ أَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْكُفْرِ وَالْفَقْرِ وَمِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ، لاَ إِلٰهَ إِلاَّ أَنْتَ، اَللّٰهُمَّ أَنْتَ رَبِّىْ لاَ إِلٰهَ إِلاَّ أَنْتَ خَلَقْتَنِىْ وَأَنَا

www.pathagar.com

عَبْدُكَ، وَأَنَا عَلَى عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ مَاسْتَطَعْتُ، أَعُوْذُبِكَ مِنْ شَرِّ مَا صَنَعْتُ، أَبُوْءُ لَكَ بِنِعْمَتِكَ عَلَيَّ، وَأَبُوْءُ بِذَنْبِي فَاغْفِرْلِيْ، فَإِنَّهُ لَايَغْفِرُ الذُّنُوْبَ إِلاَّ أَنْتَ.

'হে আল্লাহ, আমার শরীর, কান ও চোখের সুস্থতা ও নিরাপত্তা দিন। আল্লাহ ছাড়া কোনো সত্য মা'বুদ নেই। হে আল্লাহ, আমি কুফরী, দরিদ্রতা ও কবর আযাব থেকে আপনার কাছে পানাহ চাই। আপনি ছাড়া কোনো মা'বুদ নেই। হে আল্লাহ আপনি আমার রব, আপনি ছাড়া সত্য কোনো মা'বুদ নেই, আপনি আমাকে সৃষ্টি করেছেন, আমি আপনার দাস, আমি সাধ্যমতো আপনার ওয়াদা-অঙ্গীকার পালনের চেষ্টা করছি।

www.pathagar.com

আমার কৃত মন্দ কাজ থেকে আপনার কাছে আশ্রয় চাই। আমার উপর আপনার নেয়ামতের স্বীকৃতি দিই ও আমার গুনাহ স্বীকার করি। আমাকে মাফ করুন। আপনি ছাড়া আর কেউ গুনাহ মাফ করতে পারে না।'

اَللّٰهُمَّ إِنِّىْ أَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْهَمِّ وَالْحُزْنِ، وَأَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْعَجْزِ وَالْكَسْلِ، وَمِنَ الْبُخْلِ، وَأَعُوْذُ بِكَ مِنْ غَلَبَةِ الدَّيْنِ وَقَهْرِ الرِّجَالِ. اَللّٰهُمَّ اجْعَلْ أَوَّلَ هٰذَا الْيَوْمِ صَلَاحًا وَأَوْسَطَهُ فَلَاحًا وَأٰخِرَهُ نَجَاحًا، وَأَسْأَلُكَ خَيْرِى الدُّنْيَا وَالْأٰخِرَةِ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِيْنَ.

www.pathagar.com

'হে আল্লাহ, আমি আপনার কাছে দুশ্চিন্তা ও পেরেশানী, দুর্বলতা ও অলসতা, কার্পণ্য ও কাপুরুষতা, ঋণগ্রস্ততা এবং লোকের দাপট ও যুলুম থেকে পানাহ চাই। হে আল্লাহ, আজকের দিনের প্রথম অংশে যোগ্যতা ও যথার্থতা, মাঝের অংশে সফলতা ও শেষাংশে কৃতিত্ব দিন। হে অসীম দয়ালু ও মেহেরবান, আপনার কাছে দুনিয়া ও আখেরাতের কল্যাণ কামনা করি।'

اَللّٰهُمَّ إِنِّىْ اَسْأَلُكَ الرِّضٰى بَعْدَ الْقَضَاءِ وَبَرْدَ الْعَيْشِ بَعْدَ الْمَوْتِ وَلَذَّةَ النَّظَرِ إِلٰى وَجْهِكَ الْكَرِيْمِ وَالشَّوْقَ إِلٰى لِقَائِكَ فِيْ غَيْرِ ضَرَّاءٍ مُضِرَّةٍ وَلَافِتْنَةٍ مُضِلَّةٍ، وَأَعُوْذُ بِكَ أَنْ أُظْلِمَ

www.pathagar.com

أَوْ أُظْلَمَ أَوْ أَعْتَدِيَ أَوْ يُعْتَدَى عَلَيَّ، أَوْ أَكْتَسِبَ خَطِيْئَةً أَوْ ذَنْبًا لَاتَغْفِرُهُ.

'হে আল্লাহ, আমি তাক্বদীরের লিখনীর পর আপনার সন্তোষ, মৃত্যুর পর শীতল জীবন, আপনার পবিত্র সত্তা দেখার আনন্দ অনুভব ও আপনার সাক্ষাতের ইচ্ছে পূরণের প্রার্থনা জানাই, যেন আমি কোনো দুঃখ বেদনা ও ক্ষতির মধ্যে না পড়ি এবং বিভ্রান্তিকর ফেৎনায়ও লিপ্ত না হই। আমি আপনার কাছে নির্যাতন করা ও নির্যাতিত হওয়া, আক্রমণ করা ও আক্রান্ত হওয়া কিংবা আপনার ক্ষমার অযোগ্য কোনো গুনাহ বা ত্রুটি থেকে পানাহ চাই।'

اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَعُوْذُ بِكَ مِنْ أَنْ أُرَدَّ إِلَيَّ أَرْذَلِ

www.pathagar.com

الْعُمْرِ. اَللّٰهُمَّ اهْدِنِيْ لِاَحْسَنِ الْاَعْمَالِ وَالْاَخْلَاقِ لَايَهْدِيْ لِاَحْسَنِهَا إِلاَّ أَنْتَ... وَاصْرِفْ عَنِّيْ سَيِّئَهَا لَايَصْرِفْ عَنِّيْ سَيِّئَهَا إِلاَّ أَنْتَ.

'হে আল্লাহ, আমি অচল বার্ধক্যে পৌছা থেকে আপনার পানাহ চাই। হে আল্লাহ, আমাকে সর্বোত্তম আমল ও চরিত্রের পথ প্রদর্শন করুন, আপনি ছাড়া আর কেউ তা করতে পারে না। আমাকে খারাপ আমল ও চরিত্র থেকে দূরে রাখুন এবং আপনি ছাড়া তা কেউ করতে পারে না।'

اَللّٰهُمَّ أَصْلِحْ لِيْ دِيْنِيْ، وَوَسِّعْ لِيْ فِيْ دَارِيْ،

www.pathagar.com

وَبَارِكْ لِيْ فِيْ رِزْقِيْ، اَللّٰهُمَّ إِنِّىْ أَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْقَسْوَةِ وَالْغَفْلَةِ وَالذِّلَّةِ وَالْمَسْكَنَةِ، وَأَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْكُفْرِ وَالْفُسُوْقِ وَالشِّقَاقِ وَالسُّمْعَةِ وَالرِّيَاءِ، وَأَعُوْذُ بِكَ مِنَ الصَّمَمِ وَالْبُكْمِ وَالْجُذَامِ وَسَيِّئَ الْاَسْقَامِ.

'হে আল্লাহ, আমার দ্বীনকে সংশোধন ও সংস্কার করুন, আমার ঘরে প্রশস্ততা দান করুন, আমার রিযিকে বরকত দিন। হে আল্লাহ, আমি আপনার কাছে মনের কঠোরতা, উদাসীনতা, অপমান ও দীনতা থেকে পানাহ চাই। অনুরূপভাবে কুফরী, গুনাহ ও নাফরমানী, অবাধ্যতা, প্রসিদ্ধি ও লোক দেখানো থেকেও পানাহ চাই। আরো পানাহ চাই

www.pathagar.com

বধির ও বোবা হওয়া থেকে, কুষ্ঠ রোগসহ অন্যান্য সকল ব্যাধি থেকে।'

اَللّٰهُمَّ أْتِ نَفْسِيْ تَقْوَاهَا، وَزَكِّهَا أَنْتَ خَيْرُ مَنْ زَكَّاهَا، أَنْتَ وَلِيُّهَا وَمَوْلاَهَا. اَللّٰهُمَّ إِنِّىْ أَعُوْذُ بِكَ مِنْ عِلْمٍ لاَيَنْفَعْ، وَقَلْبٍ لاَيَخْشَعْ، وَنَفْسٍ لاَتَشْبَعْ، وَدَعْوَةٍ لاَيُسْتَجَابُ لَهَا.

'হে আল্লাহ, আমার নাফসকে তাক্বওয়া দিন এবং একে বিশুদ্ধ করুন। আপনিই উত্তম বিশুদ্ধকারী, আপনিই এর মুনিব ও অভিভাবক। হে আল্লাহ, আমি অনুপকারী জ্ঞান, অবিনীত অন্তর, অতৃপ্ত আত্মা ও অকবুলযোগ্য দু'আ থেকে আপনার কাছে পানাহ চাই।

www.pathagar.com

اَللّٰهُمَّ إِنِّىْ أَعُوْذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا عَمِلْتُ، وَمِنْ شَرِّ مَالَمْ أَعْمَلْ، اَللّٰهُمَّ أَعُوْذُ بِكَ مِنْ زَوَالِ نِعْمَتِكَ، اَللّٰهُمَّ إِنِّىْ وَتَحَوُّلِ عَافِيَتِكَ، وَفُجَاءَةِ نِقْمَتِكَ، وَجَمِيْعِ سَخَطِكَ.

'হে আল্লাহ, আমি আপনার কাছে কৃত ও অকৃত মন্দ কাজ থেকে পানাহ চাই। হে আল্লাহ, আমি আরও পানাহ চাই আপনার নেয়ামতের বিলুপ্তির, সুস্থতা ও নিরাপত্তার পরিবর্তন, আপনার আকস্মিক সাজা ও সকল অসন্তোষ থেকে।'

اَللّٰهُمَّ إِنِّىْ أَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْهَدَمِ وَالتَّرَدِّيْ وَمِنَ الْغَرْقِ وَالْحَرْقِ وَالْهَرَمِ وَأَعُوْذُ بِكَ مِنْ

www.pathagar.com

أَنْ يَّتَخَبَّطَنِيَ الشَّيْطَانُ عِنْدَ الْمَوْتِ، وَأَعُوْذُ بِكَ مِنْ أَنْ أَمُوْتَ لَدِيْغًا، وَأَعُوْذُ بِكَ مِنْ طَمْعٍ يَهْدِيْ إِلٰى طَبْعٍ.

'হে আল্লাহ, আমি আপনার কাছে ধ্বংস, উপর থেকে নীচে পড়ে মরা, পানি ডুবি, আগুনে পুড়ে মরা ও অচল বার্ধক্য থেকে পানাহ চাই। আরও পানাহ চাই মৃত্যুর সময় শয়তানের বিভ্রান্তি থেকে, সাপ-বিচ্ছুর দংশনের মৃত্যু থেকে এবং নোংরামী ও মন্দ কাজে পৌছানোকারী লোভ থেকে।'

اَللّٰهُمَّ رَبَّ السَّمٰوَاتِ وَالْاَرْضِ وَرَبَّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ، رَبَّنَا وَرَبَّ كُلِّ شَيْءٍ، فَالِقَ الْحَبِّ

www.pathagar.com

وَالنَّوٰى، مُنْزِلَ التَّوْرَاةِ وَالْاِنْجِيْلِ وَالْقُرْاٰنِ أَعُوْذُ بِكَ مِنْ شَرِّ كُلِّ شَيْءٍ أَنْتَ اٰخِذٌ بِنَاصِيَتِهِ، أَنْتَ الْاَوَّلُ فَلَيْسَ قَبْلَكَ شَيْئٌ، وَأَنْتَ الْاٰخِرُ فَلَيْسَ بَعْدَكَ شَيْئٌ، وَأَنْتَ الظَّاهِرُ فَلَيْسَ فَوْقَكَ شَيْءٌ، وَأَنْتَ الْبَاطِنُ فَلَيْسَ دُوْنَكَ شَيْئٌ، اَقْضِ عَنِّيْ الدَّيْنَ وَأَغْنِنِيْ مِنَ الْفَقْرِ.

'হে আল্লাহ, আসমান ও যমীন এবং মহান আরশের প্রভু, হে আমাদের ও সকল কিছুর প্রতিপালক, বীজ ও আঁটি থেকে অংকুর সৃষ্টিকারী, তাওরাত, ইঞ্জিল ও কোরআন নাযিলকারী, আমি সকল কিছুর অনিষ্ট থেকে আপনার পানাহ চাই, আপনি সকল জিনিসের কপালের চুল

www.pathagar.com

পাকড়াওকারী, আপনিই সর্বপ্রথম, আপনার আগে কেউ নেই, আপনিই সর্বশেষ, আপনার পরে কেউ নেই, আপনি প্রকাশ্য-দেদীপ্যমান, আপনার উপর কেউ নেই, আপনি গোপন, আপনার পেছনে কেউ নেই, আমার ঋণ পরিশোধ করে দিন এবং আমাকে অভাব ও দারিদ্র্যমুক্ত করুন।'

اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَعُوْذُ بِكَ مِنْ مُنْكَرَاتِ الْاَخْلَاقِ وَالْاَعْمَالِ وَالْاَهْوَاءِ وَالْاَدْوَاءِ وَأَعُوْذُ بِكَ مِنْ غَلَبَةِ الدَّيْنِ، وَقَهْرِ الرِّجَالِ، وَشَمَاتَةِ الْاَعْدَاءِ.

اَللّٰهُمَّ أَصْلِحْ لِيْ دِيْنِيْ الَّذِيْ هُوَ عِصْمَةُ أَمْرِيْ، وَأَصْلِحْ لِيْ دُنْيَايَ الَّتِيْ فِيْهَا مَعَاشِيْ وَأَصْلِحْ لِيْ أٰخِرَتِيْ الَّتِيْ إِلَيْهَا مَعَادِيْ،

www.pathagar.com

وَاجْعَلِ الْحَيَاةَ زِيَادَةً لِيْ فِيْ كُلِّ خَيْرٍ، وَاجْعَلِ الْمَوْتَ رَاحَةً لِيْ مِنْ كُلِّ شَرٍّ رَبِّ أَعِنِّيْ وَلاَ تُعِنْ عَلَيَّ وَانْصُرْنِيْ وَلاَتَنْصُرْ عَلَيَّ، وَاهْدِنِيْ وَيَسِّرِ الْهُدَيْ لِيْ.

'হে আল্লাহ, আমি আপনার কাছে খারাপ চরিত্র, খারাপ আমল, কামনা-বাসনা ও রোগ-শোক থেকে পানাহ চাই। আরও পানাহ চাই ঋণগ্রস্ততা, মানুষের যুলুম ও আমার ব্যাপারে শত্রুর খুশী হওয়া থেকে। 'হে আল্লাহ, আমার মর্যাদা ও গুনাহ মুক্তির রক্ষাকবচ দ্বীনকে, রুজী-রোজগার ও বেঁচে থাকার জায়গা দুনিয়াকে এবং প্রত্যাবর্তনের স্থান আখেরাতকে সংশোধন ও সংস্কার করুন। নেক কাজের জন্য হায়াত এবং

www.pathagar.com

মন্দ কাজ থেকে প্রশান্তি লাভের জন্য মৃত্যু দান করুন। 'হে আল্লাহ, আমাকে সাহায্য করুন, আমার উপর প্রতিশোধের জন্য কাউকে সাহায্য করবেন না, আমাকে হেদায়েত দিন এবং তা আমার জন্য সহজ করে দিন।'

اَللّٰهُمَّ اجْعَلْنِىْ ذَكَّارًا لَكَ، شَكَّارًا لَكَ، مِطْوَاعًا لَكَ مُخْبِتًا إِلَيْكَ، أَوَّاهًا مُنِيْبًا، رَبِّ تَقَبَّلْ تَوْبَتِيْ، وَاغْسِلْ حَوْبَتِيْ، وَأَجِبْ دَعْوَتِيْ، وَثَبِّتْ حُجَّتِيْ وَاهْدِ قَلْبِيْ، وَسَدِّدْ لِسَانِيْ، وَاسْلُلْ سَخِيْمَةَ صَدْرِيْ.

'হে আল্লাহ, আমাকে আপনার যিক্‌রকারী, শোকরকারী ও অনুগত এবং অধিক দু'আকারী ও

www.pathagar.com

মনোযোগী বানিয়ে দিন। 'হে আল্লাহ, আমার তাওবা কবুল করুন, গুনাহ ধুয়ে-মুছে পরিষ্কার করুন, আমার দু'আ কবুল করুন, আমার অনুকূল প্রমাণ প্রতিষ্ঠিত করুন, আমার মনকে হেদায়েত দিন ও জিহ্বাকে বিশুদ্ধ ও যথার্থ করুন এবং বুক থেকে হিংসা-বিদ্বেষ বিদূরিত করুন।

اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَسْأَلُكَ الثَّبَاتَ فِي الْاَمْرِ، وَالْعَزِيْمَةَ عَلَي الرُّشْدِ، وَأَسْأَلُكَ شُكْرَ نِعْمَتِكَ وَحُسْنَ عِبَادَتِكَ، وَأَسْأَلُكَ قَلْبًا سَلِيْمًا، وَلِسَانًا صَادِقًا، وَأَسْأَلُكَ مِنْ خَيْرِ مَا تَعْلَمْ، وَأَعُوْذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا تَعْلَمْ وَأَسْتَغْفِرُكَ مِمَّا تَعْلَمْ، وَأَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوْبِ.

www.pathagar.com

'হে আল্লাহ, আমি আপনার কাছে কাজে ও সিদ্ধান্তে টিকে থাকা এবং যথার্থতা ও সঠিকতার উপর দৃঢ়তা প্রার্থনা করি। আরও প্রার্থনা করি আপনার নেয়ামতের শুকরিয়া জ্ঞাপন ও উত্তম ইবাদতের তৌফিক। আমি আপনার কাছে সুস্থ মন, সত্যবাদী জিহ্বা ও আপনার জ্ঞানে যা কল্যাণকর তা কামনা করি। আর আশ্রয় চাই আপনার জ্ঞানে যা মন্দ তা থেকে। আপনার জ্ঞানে সঞ্চিত গুনাহ থেকে মাফ চাই। আপনি অদৃশ্যের বিষয় সর্বাধিক ওয়াকিফহাল।'

اَللّٰهُمَّ أَلْهِمْنِيْ رُشْدِيْ، وَقِنِيْ شَرَّ نَفْسِيْ.
اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَسْأَلُكَ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَتَرْكَ
الْمُنْكَرَاتِ، وَحُبَّ الْمَسَاكِيْنِ. وَأَنْ تَغْفِرَ لِيْ

www.pathagar.com

وَتَرْحَمَنِيْ، إِذَا أَرَدْتَ بِعِبَادِكَ فِتْنَةً، فَتَوَفَّنِيْ إِلَيْكَ غَيْرَ مَفْتُوْنٍ.

'হে আল্লাহ, আমাকে ভালো জ্ঞান ও বিবেক দান করুন, নফসের অনিষ্ট থেকে রক্ষা করুন। হে আল্লাহ, আমি আপনার কাছে ভালো কাজ করা ও মন্দ কাজ ত্যাগ করার এবং ফকীর-মিসকীনকে ভালোবাসার তৌফিক কামনা করি। আপনি আমাকে মাফ করুন, রহম করুন। আপনি আপনার বান্দাদের জন্য কোনো গযব বা পরীক্ষার ইচ্ছে করলে আমাকে গযব ও পরীক্ষার আগেই উঠিয়ে নিন।'

اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَسْأَلُكَ حُبَّكَ وَحُبَّ مَنْ يُحِبُّكَ، وَحُبَّ كُلِّ عَمَلٍ يُقَرِّبُنِيْ إِلَى حُبِّكَ. اَللّٰهُمَّ

www.pathagar.com

إِنِّيْ أَسْأَلُكَ خَيْرَ الْمَسْأَلَةِ وَخَيْرَ الدُّعَاءِ وَخَيْرَ النَّجَاحِ، وَخَيْرَ الثَّوَابِ وَثَبِّتْنِيْ وَثَقِّلْ مَوَازِيْنِيْ وَحَقِّقْ إِيْمَانِيْ وَارْفَعْ دَرَجَتِيْ وَتَقَبَّلْ صَلاَتِيْ وَعِبَادَاتِيْ، وَاغْفِرْ خَطِيْئَاتِيْ وَأَسْأَلُكَ الدَّرَجَاتِ الْعُلٰى مِنَ الْجَنَّةِ.

'হে আল্লাহ, আমি আপনার ভালোবাসা, যারা আপনাকে ভালোবাসে তাদের ভালোবাসা এবং আপনার ভালোবাসার নিকটবর্তীকারী প্রতিটি কাজের ভালোবাসা প্রার্থনা করি। হে আল্লাহ, আমি উত্তম চাওয়া, উত্তম দু'আ, উত্তম সাফল্য ও উত্তম সওয়াব কামনা করি। আমাকে সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত রাখুন, আমার নেকের পাল্লা ভারী

www.pathagar.com

করুন, ঈমান মজবুত করুন, মর্যাদা উন্নীত করুন, নামায ও ইবাদত কবুল করুন ও ত্রুটি-বিচ্যুতি মাফ করুন। আমি আপনার কাছে জান্নাতে উঁচু মর্যাদা প্রার্থনা করি।'

اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَسْأَلُكَ فَوَاتِحَ الْخَيْرِ وَخَوَاتِمَهُ وَجَوَامِعَهُ وَأَوَّلَهُ وَاٰخِرَهُ وَظَاهِرَهُ وَبَاطِنَهُ وَالدَّرَجَاتِ الْعُلٰى مِنَ الْجَنَّةِ.

'হে আল্লাহ, আমি আপনার নিকট কল্যাণের সূচনা ও সমাপ্তি, ব্যাপকতা, প্রথম ও শেষ এর প্রকাশ্য ও গোপন দিক এবং জান্নাতের সর্বোচ্চ মর্যাদা প্রার্থনা করি।'

اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَسْأَلُكَ أَنْ تَرْفَعَ ذِكْرِيْ وَتَدَعَ

www.pathagar.com

وِزْرِيْ وَتُطَهِّرَ قَلْبِيْ وَتُحَصِّنَ فَرْجِيْ وَتَغْفِرَ لِيْ ذَنْبِيْ.

'হে আল্লাহ, আমার মর্যাদা উন্নীত করুন, পাপের লাঘব করুন, অন্তর পরিচ্ছন্ন করুন, লজ্জাস্থানের হেফাযত করুন ও আমার গুনাহ মাফ করুন।'

اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَسْأَلُكَ أَنْ تُبَارِكَ فِيْ سَمْعِيْ وَفِيْ بَصَرِيْ وَفِيْ خَلْقِيْ وَفِيْ خُلُقِيْ وَفِيْ أَهْلِيْ وَفِيْ مَحْيَايَ وَفِيْ عَمَلِيْ وَتَقَبَّلَ حَسَنَاتِيْ وَأَسْأَلُكَ الدَّرَجَاتِ الْعُلٰى مِنَ الْجَنَّةِ.

'হে আল্লাহ, আমার কান, চোখ, সৃষ্টি অবয়ব, চরিত্র, পরিবার, জীবন ও কর্মে বরকত দিন,

www.pathagar.com

আমার নেক আমলসমূহ কবুল করুন এবং জান্নাতে উঁচু মর্যাদা দান করুন।'

اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَعُوْذُ بِكَ مِنْ جَهْدِ الْبَلاَءِ وَدَرْكِ الشَّقَاءِ وَسُوْءِ الْقَضَاءِ وَشَمَاتَةِ الْأَعْدَاءِ اَللّٰهُمَّ مُقَلِّبَ الْقُلُوْبِ ثَبِّتْ قَلْبِيْ عَلٰى دِيْنِكَ اَللّٰهُمَّ مُصَرِّفَ الْقُلُوْبِ، صَرِّفْ قُلُوْبَنَا عَلٰى طَاعَتِكَ.

'হে আল্লাহ, আমি আপনার কাছে বিপদ-মুসীবতের কষ্ট, পোড়া কপাল, মন্দ তাক্বদীর ও আমার ব্যাপারে দুশমনের খুশী হওয়া থেকে পানাহ চাই। হে অন্তর পরিবর্তনকারী আল্লাহ, আপনার দ্বীনের উপর আমার অন্তরকে প্রতিষ্ঠিত রাখুন। হে অন্তর পরিচালনাকারী আল্লাহ,

www.pathagar.com

আপনার আনুগত্যের প্রতি আমাদের অন্তরসমূহকে ঘুরিয়ে দিন।'

اَللّٰهُمَّ زِدْنَا وَلاَ تَنْقُصْنَا وَأَكْرِمْنَا وَلاَ تُهِنَّا وَأَعْطِنَا وَلاَتَحْرِمْنَا وَاٰثِرْنَا وَلاَتُؤْثِرْ عَلَيْنَا اَللّٰهُمَّ أَحْسِنْ عَاقِبَتَنَا فِيْ الْاُمُوْرِ كُلِّهَا وَاَجِرْنَا مِنْ خِزْيِ الدُّنْيَا وَعَذَابِ الْاٰخِرَةِ.

'হে আল্লাহ, আমাদের প্রতি আপনার দান বাড়ান, কমাবেন না, আমাদেরকে সম্মানিত করুন, অপমান করবেন না, আমাদেরকে দান করুন, বঞ্চিত করবেন না, আমাদেরকে অগ্রাধিকার দিন, আমাদের উপর অন্যদেরকে অগ্রাধিকার দেবেন না। হে আল্লাহ, আমাদের সকল বিষয়ের শেষ

www.pathagar.com

পরিণতি সুন্দর ও উত্তম করুন এবং আমাদেরকে দুনিয়া ও আখেরাতের অপমান থেকে বাঁচান।'

اَللّٰهُمَّ اقْسِمْ لَنَا مِنْ خَشْيَتِكَ مَا تَحُوْلُ بِهٖ بَيْنَنَا وَبَيْنَ مَعْصِيَتِكَ وَمِنْ طَاعَتِكَ مَا تُبَلِّغُنَا بِهٖ جَنَّتَكَ وَمِنَ الْيَقِيْنِ مَا تُهَوِّنُ بِهٖ عَلَيْنَا مَصَائِبَ الدُّنْيَا وَمَتِّعْنَا بِأَسْمَاعِنَا وَأَبْصَارِنَا وَقُوَّاتِنَا مَا أَحْيَيْتَنَا وَاجْعَلْهُ الْوَارِثَ مِنَّا وَاجْعَلْ ثَأْرَنَا عَلٰى مَنْ ظَلَمَنَا وَانْصُرْنَا عَلٰى مَنْ عَادَانَا وَلَاتَجْعَلِ الدُّنْيَا أَكْبَرَ هَمِّنَا وَلَامَبْلَغَ عِلْمِنَا وَلَاتَجْعَلْ

www.pathagar.com

مُصِيْبَتَنَا فِيْ دِيْنِنَا وَلاَ تُسَلِّطْ عَلَيْنَا بِذُنُوْبِنَا مَنْ لاَيَخَافُكَ وَلاَيَرْحَمُنَا.

'হে আল্লাহ, আমাদের জন্য আপনার ভয়ের এমন অংশ বণ্টন করুন, যা আপনার সাথে আমাদের নাফরমানীর পথে অন্তরায় হবে, আপনার জান্নাতে পৌঁছানোকারী আনুগত্য দিন এবং দুনিয়ার বিপদ-মুসীবত সহজকারী দৃঢ় ইয়াকীন-বিশ্বাস দান করুন। আমরা যতদিন জীবিত থাকবো ততদিন পর্যন্ত আমাদের কান, চোখ ও শক্তি থেকে উপকৃত করুন এবং আমাদের থেকে তার সুযোগ্য উত্তরাধিকারী তৈরী করুন। আমাদের উপর যুলুমকারীদের থেকে প্রতিশোধ নিন, শত্রুদের উপর আমাদেরকে সাহায্য করুন। দুনিয়াকে আমাদের বৃহত্তর চিন্তা-চেতনা ও

www.pathagar.com

জ্ঞানের মূল লক্ষ্য বানাবেন না। আমাদের দ্বীনের মধ্যে বিপদ-মুসীবত দেবেন না এবং গুনাহর কারণে আমাদের উপর এমন কাউকে চাপাবেন না, যে আপনাকে ভয় করবে না এবং আমাদের উপরও দয়া করবে না।'

اَللّٰهُمَّ إِنِّىْ أَسْأَلُكَ مُوْجِبَاتِ رَحْمَتِكَ وَعَزَائِمَ مَغْفِرَتِكَ، وَالْغَنِيْمَةَ مِنْ كُلِّ بِرٍّ وَالسَّلاَمَةَ مِنْ كُلِّ إِثْمٍ وَالْفَوْزَ بِالْجَنَّةِ وَالنَّجَاةَ مِنَ النَّارِ. اَللّٰهُمَّ لاَتَدَعْ لَنَا ذَنْبًا إِلاَّ غَفَرْتَهُ وَلاَ عَيْبًا إِلاَّ سَتَرْتَهُ وَلاَ هَمًّا إِلاَّ فَرَّجْتَهُ وَلاَدَيْنًا إِلاَّ قَضَيْتَهُ وَلاَحَاجَةً مِنْ حَوَائِجِ الدُّنْيَا

www.pathagar.com

وَالْآخِرَةِ هِيَ لَكَ رِضًا وَلَنَا فِيْهَا صَلَاحٌ إِلَّا قَضَيْتَهَا يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِيْنَ.

'হে আল্লাহ, আমি আপনার রহমত ও ক্ষমা ওয়াজিবকারী বিষয়সমূহ, সকল নেক কাজের সদ্ব্যবহার, সকল গুনাহ থেকে বেঁচে থাকা এবং বেহেশত লাভ ও দোযখ থেকে মুক্তি প্রার্থনা করি। হে আল্লাহ, আমার কোনো গুনাহ অমার্জনাকৃত, কোনো দোষ অনাবৃত, কোনো পেরেশানী অব্যাহত, কোনো ঋণ অপরিশোধকৃত এবং দুনিয়া ও আখেরাতের কোনো প্রয়োজন অপূরণকৃত রাখবেন না, যাতে রয়েছে আপনার সন্তুষ্টি এবং আমাদের কল্যাণ, হে অসীম দয়ালু, মেহেরবান।'

اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَسْأَلُكَ رَحْمَةً مِنْ عِنْدِكَ تَهْدِيْ

www.pathagar.com

بِهَا قَلْبِي وَتَجْمَعُ بِهَا أَمْرِي، تُلِمُّ بِهَا شُعْثِي
وَتَحْفَظُ بِهَا غَائِبِي وَتَرْفَعُ بِهَا شَاهِدِي
وَتُبَيِّضُ بِهَا وَجْهِي وَتُزَكِّي بِهَا عَمَلِي
وَتُلْهِمُنِي بِهَا رُشْدِي وَتَرُدُّ بِهَا الْفِتَنَ عَنِّي
وَتَعْصِمُنِي بِهَا مِنْ كُلِّ سُوْءٍ.

'হে আল্লাহ, আমি আপনার কাছে রহমত চাই, যার বদৌলতে আপনি আমার মনকে হেদায়েত করবেন, আমার কাজ-কর্মকে সংগঠিত করবেন, বিচ্ছিন্ন-বিক্ষিপ্ত বিষয়গুলোকে অবিচ্ছিন্ন করবেন, আমার অদৃশ্য বিষয়ের হেফাযত করবেন, আমার সাক্ষ্য বুলন্দ করবেন, আমার মুখ শুভ্র করবেন, আমার কাজ-কর্ম পরিশুদ্ধ করবেন, আমাকে

www.pathagar.com

সঠিক দিশা দেবেন, আমার পরীক্ষা ও বিপদ-গযব দূর করবেন এবং আমাকে সকল মন্দ ও অনিষ্ট থেকে রক্ষা করবেন।'

اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَسْأَلُكَ الْفَوْزَ يَوْمَ الْقَضَاءِ وَعَيْشَ السُّعَدَاءِ وَمَنْزِلَ الشُّهَدَاءِ وَمُرَافِقَةَ الْأَنْبِيَاءِ وَالنَّصْرَ عَلَى الْأَعْدَاءِ.

'হে আল্লাহ, আমি বিচার দিবসে সাফল্য, সৌভাগ্যবানদের যিন্দেগী, শহীদের মর্যাদা, নবীদের সাহচর্য এবং দুশমনের বিরুদ্ধে সাহায্য কামনা করি।'

اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَسْأَلُكَ صِحَّةً فِيْ إِيْمَانٍ وَإِيْمَانًا فِيْ حُسْنِ خُلُقٍ وَنَجَاحًا يَتْبَعُهُ فَلَاحٌ وَرَحْمَةً مِنْكَ وَعَافِيَةً مِنْكَ وَمَغْفِرَةً وَرِضْوَانًا.

www.pathagar.com

'হে আল্লাহ, আমি আপনার কাছে ঈমানের সাথে সুস্থতা, নেক চরিত্রের মধ্যে ঈমান, মুক্তির সাথে সাফল্য, আপনার রহমত, নিরাপত্তা, ক্ষমা ও সন্তুষ্টি কামনা করি।'

اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَسْأَلُكَ الصِّحَّةَ وَالْعِفَّةَ وَحُسْنَ الْخُلُقِ وَالرِّضٰى بِالْقَدْرِ اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَعُوْذُبِكَ مِنْ شَرِّ نَفْسِىْ وَمِنْ شَرِّ كُلِّ دَابَّةٍ أَنْتَ اٰخِذٌ بِنَاصِيَتِهَا إِنَّ رَبِّيْ عَلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ.

'হে আল্লাহ, আমি আপনার কাছে সুস্থতা, চারিত্রিক পবিত্রতা, নেক চরিত্র ও ভাগ্যের লিখনীতে সন্তুষ্টি থাকার তৌফিক কামনা করি। হে আল্লাহ, আমি আপনার কাছে নিজ আত্মা ও সকল প্রাণীর অনিষ্ট থেকে পানাহ চাই, যার

www.pathagar.com

কপাল আপনার নিয়ন্ত্রণাধীন। নিশ্চয়ই আমার প্রতিপালক সহজ-সরল পথের ধারক।'

اَللّٰهُمَّ إِنَّكَ تَسْمَعُ كَلاَمِيْ وَتَرٰى مَكَانِيْ وَتَعْلَمُ سِرِّيْ وَعَلاَنِيَتِيْ وَلاَ يَخْفٰى عَلَيْكَ شَيْئٌ مِنْ أَمْرِيْ وَأَنَا الْبَائِسُ الْفَقِيْرُ وَالْمُسْتَغِيْثُ الْمُسْتَجِيْرُ وَالْوَجِلُ الْمُشْفِقُ الْمُقِرُّ الْمُعْتَرِفُ إِلَيْكَ بِذَنْبِهِ. أَسْأَلُكَ مَسْأَلَةَ الْمِسْكِيْنِ وَأَبْتَهِلُ إِلَيْكَ ابْتِهَالَ الْمُذْنِبِ الذَّلِيْلِ وَأَدْعُوْكَ دُعَاءَ الْخَائِفِ الضَّرِيْرِ، دُعَاءُ مَنْ ضَعَتْ لَكَ رَقَبَتُهُ وَذَلَّ لَكَ جِسْمُهُ وَرَغِمَ لَكَ أَنْفُهُ.

www.pathagar.com

'হে আল্লাহ, আপনি আমার কথা শুনতে পান, আমার অবস্থান, প্রকাশ্য ও গোপন সব কিছুই জানেন, আমার কোনো বিষয় আপনার অজানা নয়। আমি বিপদগ্রস্ত, হত-দরিদ্র, সাহায্য ও আশ্রয় প্রার্থনাকারী, ভীত-সন্ত্রস্ত ও নিজ গুনাহ স্বীকারকারী, আপনার কাছে মিসকীনের ফরিয়াদ ও লাঞ্ছিত পাপীর করুণ আরাধনা নিবেদন করি। আপনার কাছে ভীত-সন্ত্রস্ত লোকের দু'আ করি, যার ঘাড় আপনার অনুগত, যার শরীর আপনার জন্য বিনীত ও যার নাক আপনার জন্য ধূলা-মলিন।'

اَللّٰهُمَّ لَكَ أَسْلَمْتُ وَبِكَ اٰمَنْتُ وَعَلَيْكَ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْكَ أَنَبْتُ وَبِكَ خَاصَمْتُ، أَعُوْذُ بِعِزَّتِكَ أَنْ تُضِلَّنِيْ، لَآ إِلٰـهَ إِلَّا أَنْتَ، أَنْتَ الْحَيُّ الَّذِيْ لَايَمُوْتُ وَالْجِنُّ وَالْإِنْسُ يَمُوْتُوْنَ.

www.pathagar.com

'হে আল্লাহ, আপনার কাছে আত্মসমর্পণ করেছি, আপনার উপর ঈমান এনেছি, আপনার উপর ভরসা করেছি, আপনার প্রতি বিনীত হয়েছি, আপনার উদ্দেশ্যেই বিরোধ করেছি, আপনার সম্মানের দোহাই আমাকে গোমরাহ করবেন না। আপনি ছাড়া কোনো সত্য মা'বুদ নেই। আপনি চিরঞ্জীব, আপনার মৃত্যু নেই, অথচ সকল মানুষ ও জ্বীন মৃত্যুবরণ করবে।'

اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَعُوْذُ بِكَ مِنْ عِلْمٍ لاَيَنْفَعُ وَمِنْ قَلْبٍ لاَيَخْشَعُ وَمِنْ نَفْسٍ لاَتَشْبَعُ وَمِنْ دَعْوَةٍ لاَيُسْتَجَابُ لَهَا.

'হে আল্লাহ, আমি অনুপকারী জ্ঞান, অবিনীত অন্তর, অতৃপ্ত আত্মা ও অকবুলযোগ্য দু'আ থেকে আপনার কাছে পানাহ চাই।'

www.pathagar.com

اَللّٰهُمَّ جَنِّبْنِيْ مُنْكَرَاتِ الْاَخْلَاقِ وَالْاَعْمَالِ وَالْاَهْوَاءِ وَالْاَدْوَاءِ، اَللّٰهُمَّ اَلْهِمْنِيْ رُشْدِيْ وَاَعِذْنِيْ مِنْ شَرِّ نَفْسِيْ.

'হে আল্লাহ, আমাকে খারাপ চরিত্র, আমল, কামনা-বাসনা ও রোগ থেকে বাঁচান। হে আল্লাহ, আমাকে ঠিক কাজের দিশা দিন এবং নিজ আত্মার অনিষ্ট থেকে পানাহ দিন।'

اَللّٰهُمَّ أَكْفِنِيْ بِحَلَالِكَ عَنْ حَرَامِكَ وَاَغْنِنِيْ بِفَضْلِكَ عَمَّنْ سِوَاكَ.

'হে আল্লাহ, আমাকে হারাম থেকে হালাল দ্বারা তুষ্ট রাখুন এবং আপনার অনুগ্রহ দ্বারা অন্যের দ্বারস্থ হওয়া থেকে বিমুখ রাখুন।'

www.pathagar.com

اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَسْأَلُكَ الْهُدٰى وَالتُّقٰى وَالْعَفَافَ وَالْغِنٰى.

'হে আল্লাহ, আমি আপনার কাছে হেদায়েত, পরহেযগারী, চারিত্রিক সততা ও ঐশ্বর্য প্রার্থনা করছি।'

اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَسْأَلُكَ الْهُدٰى وَالسَّدَادَ.

'হে আল্লাহ, আমি আপনার কাছে হেদায়েত ও সত্যতা কামনা করি।'

اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَسْأَلُكَ مِنَ الْخَيْرِ كُلِّهِ عَاجِلِهِ وَاٰجِلِهِ مَا عَلِمْتُ مِنْهُ وَمَا لَمْ أَعْلَمْ وَأَعُوْذُ بِكَ مِنَ الشَّرِّ كُلِّهِ عَاجِلِهِ وَاٰجِلِهِ مَا عَلِمْتُ مِنْهُ وَمَا لَمْ أَعْلَمْ وَأَسْأَلُكَ مِنْ خَيْرِ مَا سَأَلَكَ مِنْهُ عَبْدُكَ

www.pathagar.com

وَنَبِيُّكَ مُحَمَّدٌ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَ أَعُوْذُ بِكَ مِنَ الشَّرِّ مَا اسْتَعَاذَ مِنْهُ عَبْدُكَ وَنَبِيُّكَ مُحَمَّدٌ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

'হে আল্লাহ, আপনার কাছে দ্রুত ও বিলম্বিত জ্ঞাত ও অজ্ঞাত সকল কল্যাণ কামনা করি এবং দ্রুত ও বিলম্বিত জ্ঞাত ও অজ্ঞাত সকল অকল্যাণ থেকে পানাহ চাই। আপনার বান্দাহ ও নবী মোহাম্মদ (সা) আপনার কাছে যে কল্যাণ কামনা করেছেন, আমিও তাই কামনা করি এবং তিনি যে অকল্যাণ থেকে পানাহ চেয়েছেন, আমিও তা থেকে পানাহ চাই।'

اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَسْأَلُكَ الْجَنَّةَ وَمَا قَرَّبَ إِلَيْهَا مِنْ قَوْلٍ أَوْ عَمَلٍ وَأَعُوْذُ بِكَ مِنَ النَّارِ وَمَا

www.pathagar.com

قَرَّبَ إِلَيْهَا مِنْ قَوْلٍ اَوْ عَمَلٍ وَأَسْأَلُكَ أَنْ تَجْعَلَ كُلَّ قَضَاءٍ قَضَيْتَهُ لِيْ خَيْرًا.

'হে আল্লাহ, আমি আপনার কাছে জান্নাত ও যে কথা বা কাজ এর নিকটবর্তী করে তা প্রার্থনা করি এবং দোযখ ও যে কথা বা কাজ এর নিকটবর্তী করে তা থেকে পানাহ চাই। আপনার কাছে আরও প্রার্থনা, আপনি আমার জন্য কল্যাণকর ভাগ্য নির্ধারণ করুন।'

لَآ إِلٰهَ إِلاَّ اِلٰهٌ وَحْدَهُ لاَشَرِيْكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ يُحْيِيْ وَيُمِيْتُ، بِيَدِهِ الْخَيْرُ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ، سُبْحَانَ اللّٰهِ وَالْحَمْدُ

www.pathagar.com

لِلّٰهِ وَلَآ إِلٰـهَ إِلاَّ اللّٰهُ وَاللّٰهُ اَكْبَرُ وَلاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ إِلاَّ بِاللّٰهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيْمِ.

'আল্লাহ ছাড়া কোনো সত্য মা'বুদ নেই, তিনি এক ও একক, তাঁর কোনো শরীক নেই। সাম্রাজ্য ও প্রশংসা শুধু তাঁরই। তিনি জীবন ও মৃত্যু দান করেন এবং সকল কল্যাণ তাঁরই হাতে। তিনি সকল কিছুর উপর ক্ষমতাশীল। সকল পবিত্রতা ও প্রশংসা আল্লাহর, তিনি ছাড়া সত্য কোনো মা'বুদ নেই। আল্লাহ সর্বশ্রেষ্ঠ। মহান মর্যাদাবান আল্লাহ ছাড়া আর কারো কোনো শক্তি-সামর্থ্য নেই।'

صَلَّى اللّٰهُ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِهٖ وَصَحْبِهٖ وَسَلَّمَ.

www.pathagar.com

যানবাহনের দু'আ

بِسْمِ اللّٰهِ، اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ. سُبْحَانَ الَّذِيْ سَخَّرَ لَنَا هٰذَا وَمَا كُنَّا لَهٗ مُقْرِنِيْنَ. وَإِنَّآ إِلٰى رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُوْنَ. (الزخرف : ١٤-١٣)

'সে সত্তার জন্য পবিত্রতা, যিনি এটাকে আমাদের জন্য অধীনস্থ করেছেন। আমরা কিন্তু তাকে অধীনস্থ করতে সক্ষম ছিলাম না। নিশ্চয়ই, আমরা আমাদের প্রভুর দিকে ফিরে যাবো।

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ، اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ، اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ، اَللّٰهُ اَكْبَرُ، اَللّٰهُ اَكْبَرُ، اَللّٰهُ اَكْبَرُ، سُبْحَانَكَ

www.pathagar.com

اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ ظَلَمْتُ نَفْسِيْ فَاغْفِرْلِيْ فَإِنَّهُ لاَيَغْفِرُ الذُّنُوْبَ إِلاَّ اَنْتَ.

অর্থ : 'তিনবার আলহামদু লিল্লাহ ও তিনবার আল্লাহু আকবার বলবে। হে আল্লাহ, আপনার পবিত্রতা বর্ণনা করছি। আমি আমার নফসের উপর যুলুম করেছি। আমাকে ক্ষমা করুন। আপনি ছাড়া কেউ ক্ষমাকারী নেই।'

সফরের দু'আ

اَللّٰهُ اَكْبَرُ، اَللّٰهُ اَكْبَرُ، اَللّٰهُ اَكْبَرُ، سُبْحَانَ الَّذِيْ سَخَّرَ لَنَا هٰذَا وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِيْنَ وَاِنَّا اِلٰى رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُوْنَ. (الزخرف : ١٤-١٣)

www.pathagar.com

اَللّٰهُمَّ إِنَّا نَسْأَلُكَ فِيْ سَفَرِنَا هٰذَا الْبِرَّ وَالتَّقْوٰى وَمِنَ الْعَمَلِ مَا تَرْضٰى. اَللّٰهُمَّ هَوِّنْ عَلَيْنَا سَفَرَنَا هٰذَا وَاطْوِ عَنَّا بُعْدَهُ اَللّٰهُمَّ أَنْتَ الصَّاحِبُ فِي السَّفَرِ وَالْخَلِيْفَةُ فِي الْأَهْلِ، اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَعُوْذُ بِكَ مِنْ وَعْثَاءِ السَّفَرِ وَكَآبَةِ الْمَنْظَرِ وَسُوْءِ الْمُنْقَلَبِ فِي الْمَالِ وَالْأَهْلِ.

অর্থ : 'তিনবার তাকবীর বলতে হবে। সে আল্লাহর পবিত্রতা বর্ণনা করছি, যিনি এই যানবাহনকে আমাদের নিয়ন্ত্রণাধীন করেছেন যা আমরা করতে সক্ষম ছিলাম না। নিশ্চয়ই আমরা

www.pathagar.com

সকলেই আমাদের প্রভুর কাছে ফিরে যাবো। হে আল্লাহ, আমরা এই সফরে আপনার কাছে নেকী ও তাক্বওয়া এবং আপনার সন্তোষ লাভকারী আমল প্রার্থনা করি। হে আল্লাহ, আমাদের এই সফরকে সহজ করুন ও এর দূরত্ব কমিয়ে দিন। হে আল্লাহ, আপনিই এই সফরের সঙ্গী এবং পরিবারের স্থলাভিষিক্ত। হে আল্লাহ, আমি আপনার কাছে সফরের কষ্ট, অশুভ দৃশ্য এবং সম্পদ ও পরিবারের মন্দ পরিণতি থেকে পানাহ চাই।'

সফর থেকে ফিরে এসে এ দু'আর সাথে নীচের অংশটুকুও যোগ করতে হবে :

أٰيِبُوْنَ تَائِبُوْنَ عَابِدُوْنَ لِرَبِّنَا حَامِدُوْنَ.

www.pathagar.com

'আমরা প্রত্যাবর্তনকারী, তাওবাকারী, এবাদতকারী এবং আমাদের রবের প্রশংসাকারী।'

রোকনে ইয়ামানী ও হাজারে আসওয়াদের মাঝখানের দু'আ :

رَبَّنَآ اٰتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَّفِي الْاٰخِرَةِ حَسَنَةً وَّقِنَا عَذَابَ النَّارِ. (البقرة : ٢٠١)

'হে আমাদের রব, আমাদেরকে দুনিয়া ও আখেরাতে কল্যাণ দান করুন এবং দোযখের আগুন থেকে রক্ষা করুন।'

সাফা ও মারওয়ার দু'আ :

নবী (সা) সাফা পাহাড়ের নিকটবর্তী হয়ে এ আয়াতটি পড়েন;

www.pathagar.com

إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَآئِرِ اللّٰهِ.

এবং বলেন, এই আয়াতে আল্লাহ প্রথমে সাফার কথা উল্লেখ করায় আমিও প্রথমে সাফা থেকে শুরু করবো। তিনি সাফায় উঠেন এবং কাবা দেখে সেদিকে মুখ করে আল্লাহর একত্ববাদ ঘোষণা করে তাকবীর দেন এবং বলেন :

لاَ إِلٰهَ إِلاَّ اللّٰهُ وَحْدَهُ لاَشَرِيْكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ. لاَ إِلٰهَ إِلاَّ اللّٰهُ وَحْدَهُ، أَنْجَزَ وَعْدَهُ، وَنَصَرَ عَبْدَهُ وَهَزَمَ الْاَحْزَابَ وَحْدَهُ.

www.pathagar.com

"আল্লাহ এক ও একক, তাঁর কোনো শরীক নেই। সাম্রাজ্য ও প্রশংসা তাঁরই, তিনি সকল কিছুর উপর ক্ষমতাবান। আল্লাহ ছাড়া কোনো মা'বুদ নেই, তিনি এক, যিনি নিজ ওয়াদা পূরণ ও নিজ বান্দাহকে সাহায্য করেছেন এবং একাই সব দলকে পরাভূত করেছেন।'

এরপর দু'আ করেছেন এবং এরূপ তিনবার বলেছেন। তিনি মারওয়াহ পাহাড়ে গিয়েও সাফার অনুরূপ করেছেন।

সম্মানিত হাজী সাহেব,

যিনি দূর দূরান্ত থেকে যানবাহনে কষ্ট করে এসেছেন, আপনারই এই লোভ থাকা দরকার যে, আপনার হজ্জ্বকে যৌন কামনা, গুনাহ, ঝগড়া-ঝাটি ও অন্যায় থেকে মুক্ত রাখা, যেন তা

www.pathagar.com

আল্লাহর কোরআন ও নবীর সুন্নাত অনুযায়ী পরিপূর্ণ হয়। তাহলেই আপনি মহান পুরস্কার, গুনাহ মাফ, ত্রুটির ক্ষতিপূরণ, উঁচু মর্যাদা ও আল্লাহর রহমত ও অনুগ্রহে জান্নাত লাভ করবেন। আর এটাই হলো কবুল হজ্জ্ব।

যে কবুল হজ্জ্বের বিনিময়ে জান্নাত তা বলতে বোঝায়, হজ্জ্বের সকল হুকুম-আহকাম পরিপূর্ণভাবে পূরণ করা হয়েছে, যা গুনাহ থেকে মুক্ত এবং নেক ও কল্যাণে ভরপুর। ফেকাহবিদদের মতে, কবুল হজ্জ্ব হলো, তা আদায়ের সময় আল্লাহর কোনো নাফরমানী না করা।

তাই আপনি ঈমানী মন নিয়ে আল্লাহর কিতাবকে আঁকড়ে ধরুন, নবী (সা) এর অনুসরণ করুন এবং আপনার আশপাশের হাজী সাহেবানের সাথে

www.pathagar.com

আদর্শ ব্যবহার করুন, যেন আপনার হজ্জ্ব কবুল হয় ও আপনার প্রচেষ্টা ধন্যবাদযোগ্য হয়।

আপনি নিষ্কলুষ হয়ে গুনাহ মাফ অবস্থায় নিজ পরিবারে সদ্য প্রসূত নবজাত শিশুর মতো ফিরে যান। স্বদেশে ফিরে যাবার পর আপনার কু-প্রবৃত্তি আপনাকে আল্লাহর নাফরমানীর দিকে আহ্বান জানালে–

* আপনি কাবার তাওয়াফ ও সাফা-মারওয়ায় সাঈর কথা স্মরণ করুন।

* স্মরণ করুন, যখন আরাফাতের ময়দানে দু' হাত তুলে আল্লাহর রহমত ও ক্ষমা প্রার্থনা করেছেন। এগুলো আপনাকে গুনাহ ও নাফরমানী থেকে বাঁচাতে সাহায্য করবে। আমরা সকলের

www.pathagar.com

কবুল হজ্জের জন্য আল্লাহর কাছে দু'আ করি। তিনি সব কিছুর উপর শক্তিবান।

وَصَلَّى اللّٰهُ عَلٰى نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ وَعَلٰى اٰلِهٖ وَصَحْبِهٖ أَجْمَعِيْنَ.

www.pathagar.com

আহসান পাবলিকেশন
কাটাবন বাংলাবাজার মগবাজার
www: ahsanpublication.com

www.pathagar.com